সমস্বর©

৬২ তম সংখ্যা, জানুয়ারী-মার্চ ২০১৬

স্বাস্থ্য মন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান

আইনভঙ্গকারী তামাক কোম্পানির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী

www.bata.net.bd

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের **মুখপত্র**

অন্যান্য পাতায় আছে

তামাক নিয়ন্ত্রণ ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ক সম্মেলনের ঘোষণা ॥ তামাক কোম্পানিকে প্রতিহত করার প্রত্যয়

স্বাস্থ্য মন্ত্রীর সঙ্গে প্রতিনিধিদলের সাক্ষাত ॥ তামাক কোম্পানিগুলোর ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সজাগ থাকার আহবান

তামাক কোম্পানিগুলো দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করছে ॥ তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মীদের অভিযোগ

এফসিটিসি আর্টিকেল ৫.৩ বাস্তবায়নে যুব সমাজের ভূমিকা শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার দাবি

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান

সম্পাদনা পরিষদ
সভাপতি
সাইফুদ্দিন আহমেদ

সম্পাদক
রফিকুল ইসলাম মিলন

নির্বাহী সম্পাদক
আমিনুল ইসলাম সুজন

সদস্য
এটিএম শহিদুল ইসলাম
বিধান চন্দ্র পাল

মুদ্রণ: আইমেক্স মিডিয়া লিঃ
ফোন: ৮৮০২-৯১৪৪৯৮০, ০১৭১৩০১৪৪১২

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন লঙ্ঘণ করে মৃত্যুঘাতী পণ্য তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচারের দায়ে তামাক কোম্পানির শাস্তি চাই

‘সাদামাটা মোড়ক – তামাক নিয়ন্ত্রণে আগামী দিন’।

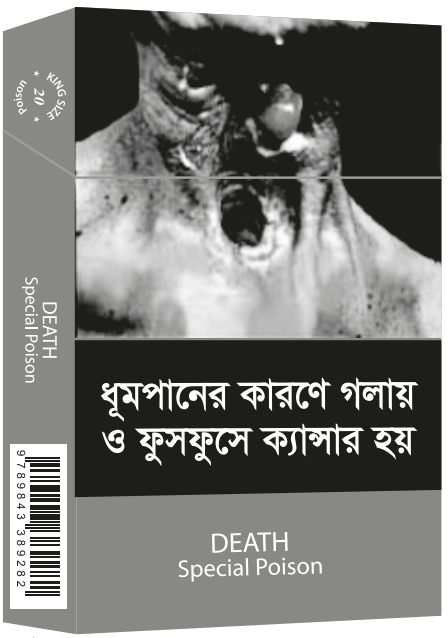

সিগারেটের মোড়কে ২০১২ সালে প্লেইন প্যাকেজিং প্রবর্তন করেছে অষ্ট্রেলিয়া–যা বিশ্বব্যাপী তামাক নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি। তামাকের ক্ষতিকর বিষয়ে মানুষকে সচেতন করতে প্লেইন প্যাকেজিংয়ের কোন বিকল্প নাই। প্লেইন প্যাকেজিংকে উৎসাহিত করতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ২০১৬ সালের বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে, যার বাংলায় ভাবানুবাদ করা হয়েছে ‘সাদামাটা মোড়ক – তামাক নিয়ন্ত্রণে আগামী দিন’।

বাংলায় একঘেয়ে, পানসে, বিরক্তিকর, বৈচিত্রহীন, আকর্ষণহীন, গুরুত্বহীন ইত্যাদি বোঝাতে সাদামাটা শব্দের প্রয়োগ করা হয়। সাদামাটা মোড়ক মানে এমন মোড়ক, যা সম্পূর্ণ আকর্ষণহীন। এতে তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে কোন তামাক কোম্পানি ও তাদের উৎপাদিত তামাক ব্র্যান্ডের লোগো, ব্র্যান্ডচিহ্নিত রং, আকর্ষণীয় কোন লেবেল ও শব্দ বা শব্দগুচ্ছের ব্যবহার থাকবে না। বরং, তামাকজনিত রোগের বৃহৎ আকারের সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী থাকবে। পাশাপাশি ক্ষুদ্র আকারে ব্র্যান্ডের নাম থাকবে এবং সব তামাকের মোড়কে একই রঙের ও স্বাস্থ্য সতর্কবাণী ব্যবহার করবে। এতে খুবই ক্ষুদ্র আকারে একটি নির্দিষ্ট রং ও ফন্টে সব তামাকজাত ব্র্যান্ডের নাম থাকবে।

ধূমপান ও তামাকের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে সবচাইতে কার্যকর পদক্ষেপ হচ্ছে বৃহৎ সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীসহ সাদামাটা মোড়ক, যা তামাক সেবীকে তামাক ত্যাগে উৎসাহিত করবে। পাশাপাশি পরিবারের সদস্যদের তরফ থেকেও তামাক ও ধূমপানের নেশা ত্যাগের জন্য সংশ্লিষ্ট তামাক সেবী ও ধূমপায়ীর উপর চাপ আসবে। ইতোমধ্যে অষ্ট্রেলিয়ায় তামাক সেবনের হার মাত্র ১২% এ নেমে এসেছে। সেখানে বাংলাদেশে তামাক ব্যবহারের হার ৪৩.৩%।

তামাক সেবন ও ধূমপানের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে বিপুল পরিমাণ অর্থব্যয়ে নানারকম প্রকাশনা, তথ্যচিত্র নির্মাণ ও প্রদর্শন করতে হয়। কিন্তু তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে বৃহৎ আকারের স্বাস্থ্য সতর্কবাণীসহ সাদামাটা মোড়কের প্রচলন করতে কোন অর্থ ব্যয় হবে না। এজন্য প্রয়োজনী নীতিগত ও আইনী সিদ্ধান্ত।

তামাকজনিত যে মৃত্যুর মিছিল উন্নত দেশ থেকে শুরু করে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে, তা কমিয়ে আনতে সব তামাকজাত দ্রব্যের মোড়ক প্লেইন প্যাকেজিং তথা ‘সাদামাটা’ করার দাবি জোরালো হয়ে উঠছে। ইতোমধ্যে তামাকজাত দ্রব্যের সাদামাটা মোড়কের প্রচলন করেছে যুক্তরাজ্য (ইংল্যান্ড, ওয়েলস, উত্তর আয়ারল্যান্ড ও স্কটল্যান্ড), ফ্রান্স এবং আয়ারল্যান্ড। এছাড়া নরওয়ে, হাঙ্গেরি, স্লোভানিয়া, সুইডেন, ফিনল্যান্ড, কানাডা, নিউজিল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, বেলজিয়াম, দক্ষিণ আফ্রিকাসহ পৃথিবীর অনেক দেশ সাদামাটা মোড়কের দিকে ঝুঁকছে।

বাংলাদেশেও সাদামাটা মোড়কের দাবি জোরালো হয়ে উঠেছে। আশা করি, সরকার জনস্বার্থে ও জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে, তামাকজনিত মৃত্যু কমাতে সব তামাকের মোড়ক সাদামাটা করবে।

তামাক নিয়ন্ত্রণ ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা সম্মেলনের সমাপনীতে ঘোষণা
ধূর্ত তামাক কোম্পানিগুলোকে প্রতিহত করার প্রত্যয়

শারমিন আক্তার রিনি ॥ 'বাংলাদেশে অসংক্রামক রোগজনিত মৃত্যুর হার বেড়ে চলছে। অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভাস, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও তামাক ব্যবহারজনিত কারণে এই ঝুঁকি বৃদ্ধি পাচ্ছে। তামাক কোম্পানীসহ অস্বাস্থ্যকর খাবার ও পানীয় উৎপাদনকারী কোম্পানিগুলোর আগ্রাসী প্রচার-প্রচারনা অসংক্রামক রোগের ঝুঁকি বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় এসব বহুজাতিক কোম্পানির আগ্রাসন প্রতিহত করা আবশ্যক।

৪ জানুয়ারী ২০১৬ সকাল ৯টায় ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্টসহ ১২টি সংগঠনের সম্মিলিত উদ্যোগে কৃষিবিদ ইন্সটিটিউশন বাংলাদেশ কেআইবি ভবনে "তামাক নিয়ন্ত্রণ এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষা সম্মেলন" শীর্ষক দিনব্যাপী সম্মেলনের ঘোষণায় এ বক্তব্য উঠে আসে।

সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন খাদ্য মন্ত্রী মো. কামরুল ইসলাম এমপি। ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডাব্লিউবিবি) ট্রাস্ট এর নির্বাহী পরিচালক সাইফুদ্দিন আহমেদ এর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন জাতীয় যক্ষা নিরোধ সমিতি (নাটাব) এর সহ-সভাপতি মোজাফফর হোসেন পল্টু, এড. ফজিলাতুন নেসা বাপ্পি এমপি, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ন্যাশনাল প্রফেশনাল অফিসার অধ্যাপক ডা. মোস্তফা জামান, আন্তর্জাতিক সংগঠন দি ইউনিয়ন এর কারিগরি পরামর্শক এড. সৈয়দ মাহবুবুল আলম। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের মূখপত্র সমস্বর এর নির্বাহী সম্পাদক আমিনুল ইসলাম সুজন। এতে সম্মেলনের ঘোষণা পাঠ করেন ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট এর ন্যাশনাল এডভোকেসি অফিসার মারুফ রহমান।

সমাপনী অধিবেশনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে খাদ্য মন্ত্রী **মো. কামরুল ইসলাম এমপি** বলেন, তামাক কোম্পানীগুলো শক্তিশালী হলেও বর্তমান সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আপোষহীনভাবে তামাক নিয়ন্ত্রণে কাজ করবে। তামাকজাত দ্রব্য সকল পণ্য নিয়ন্ত্রণে সরকারের পদক্ষেপ চলমান থাকবে। স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ফাস্ট ফুড, কোমল পানীয়, জাঙ্ক ফুড থেকে শিশুদের রক্ষায় সরকারের পাশাপাশি পরিবারের অভিভাবকদের এগিয়ে আসতে হবে। ছেলেমেয়েদের খেলাধুলার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

মন্ত্রী আরও বলেন, সরকার জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে যুগান্তকারী নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ পাস করেছে। এই আইনের কার্যকর বাস্তবায়ন হলে খাদ্যজনিত রোগের ঝুঁকি ৯০ভাগ কমে আসবে।

মোজাফফর হোসেন পল্টু বলেন, তামাক কোম্পানীগুলো বিভিন্নভাবে মোড়কে ছবিসহ সর্তকবাণী প্রদানে ষড়যন্ত্র করছে। মহান সংসদে পাশ হওয়া তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের প্রতি বর্তমান সরকার অঙ্গিকারবদ্ধ। তাই কোম্পানীগুলোর আগ্রাসন প্রতিহত করতে হবে। জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে আইনের আলোকে নিদিষ্ট সময়ের মধ্যেই ছবিসহ সর্তকবাণী প্রদান করতে হবে।

এড. ফজিলাতুন নেসা বাপ্পি এমপি বলেন, জনস্বাস্থ্য রক্ষায় তামাক কোম্পানীর আগ্রাসন রুখতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। ১৬ কোটি মানুষ হবার পরও সরকারের কার্যকর পদক্ষেপের জন্য খাদ্য নিরাপত্তায় আমরা সফল। সরকারের এই অর্জন ধরে রাখতে অস্বাস্থ্যকর ও ক্ষতিকর খাদ্য নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখতে হবে। তামাক ও তামাজাত দ্রব্যের পাশাপাশি স্বাস্থ্যরক্ষায় ফাস্ট ফুড, জাঙ্ক ফুড, হাই প্রসেস ফুড নিয়ন্ত্রণে পদক্ষেপ গ্রহন করা জরুরী।

অধ্যাপক ডা. মোস্তফা জামান বলেন, দেশে সুনির্দিষ্ট বিজ্ঞাপন নীতিমালা না থাকায় কোম্পানীগুলো বিভিন্ন ভ্রান্তকর বিজ্ঞাপন প্রচার করে শিশুদের নানা প্রকার ক্ষতিকর খাবারে অভ্যস্ত করে তুলছে। কোম্পানির এসব বিভ্রান্তকর ও ক্ষতিকর প্রচারনার বিপক্ষে রাষ্ট্রের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং স্বাস্থ্যকর খাদ্য গ্রহনে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। শাক-সবজি-ফলমূল উৎপাদনে কৃষকদের সহযোগিতাও প্রদান করা প্রয়োজন।

এড. সৈয়দ মাহবুবুল আলম বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণে প্রধান প্রতিবন্ধকতা ধূর্ত তামাক কোম্পানিগুলোর অপপ্রচার। ভুল তথ্য দিয়ে জনমনে বিভ্রান্তি যেন সৃষ্টি করতে না পারে, সেজন্য গণমাধ্যমকে আরও সক্রিয় হতে হবে। তামাক কোম্পানির কার্যক্রমে সরকারি কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণ এফসিটিসি অনুযায়ী অবৈধ। তাই সরকারি কর্মকর্তা ও নীতিনির্ধারকদের এফসিটিসির নির্দেশনা মেনে চলতে হবে।

সভাপতির বক্তব্যে **সাইফুদ্দিন আহমেদ** বলেন, বেসরকারি সংগঠনগুলো ঐক্যবদ্ধ। তামাক নিয়ন্ত্রণের অভিজ্ঞতা অন্যান্য অস্বাস্থ্যকর খাবার ও পানীয় নিয়ন্ত্রণে কাজে লাগানো যেতে পারে। এতে শিশুসহ সববয়সী মানুষ, সর্বোপরি রাষ্ট্র উপকৃত হবে।

সম্মেলনে দিনব্যাপী সমন্বিত উন্নয়ন, স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, স্বাস্থ্য উন্নয়নে টেকসই অর্থায়ন ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ–এ চারটি সেশনে বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞবৃন্দ আলোচনা করেন। সারাদেশের প্রায় দেড় শতাধিক সংস্থার প্রতিনিধি এতে অংশ নেন।

সব নীতি ও আইন প্রণয়নে জনস্বাস্থ্য উন্নয়নকে প্রাধান্য দেয়ার আহবান
তামাক নিয়ন্ত্রণ ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা সম্মেলনের উদ্বোধনীতে বিশেষজ্ঞদের অভিমত

আমিনুল ইসলাম সুজন ॥ 'মানুষ যত বেশি সুস্থ্য থাকবে, ততই ব্যক্তিগত ও জাতীয় উৎপাদনে ভূমিকা রাখবে। এতে ব্যক্তি ও রাষ্ট্র উপকৃত হবে। তাই রাষ্ট্রের সকল আইন ও নীতিমালায় জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা ও উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেয়া প্রয়োজন'। তামাক নিয়ন্ত্রণ ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞবৃন্দ উল্লেখিত দাবি জানান।

এতে বক্তব্য রাখেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অধ্যাপক ডা. প্রাণগোপাল দত্ত, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব রোকসানা কাদের, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব হেলথ সাইন্স-এর উপাচার্য অধ্যাপক লিয়াকত আলী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সমন্বয়কারী সাইফুদ্দিন আহমেদ এবং পরিচালনা করেন ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ এর ন্যাশনাল এডভোকেসি অফিসার সৈয়দা অনন্যা রহমান।

অধ্যাপক **ডা. প্রাণগোপাল দত্ত** বলেন, তামাক সেবনের কারণে ক্যান্সার, হৃদরোগ, স্ট্রোকসহ নানাবিধ অসংক্রামক রোগ হয়। তামাকের বহুমাত্রিক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে আরও বেগবান করতে হবে। পাশাপাশি তামাকের মত ক্ষতিকর অন্যান্য উপাদান, যেমন কোমল পানীয়, ফাস্ট ফুড, জাঙ্ক ফুড নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। তিনি মোবাইল রেডিয়েশনের ক্ষতিকর দিকও তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরেন।

রোকসানা কাদের বলেন, ধূমপান ও তামাকজাত পণ্যের ব্যবহারকে নিরুৎসাহিত করাসহ তামাক নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশের অগ্রগতি আন্তর্জাতিক অঙ্গণে প্রশংসিত। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি) স্বাক্ষরকারী প্রথম দেশ হিসাবে এফসিটিসির আলোকে সরকার ২০০৫ সালে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ও ২০০৬ সালে বিধিমালা করেছে। ২০১৩ সালে এ আইনের সংশোধনী পাস হয় এবং ২০১৫ সালে বিধিমালা পাস হয়। সংশোধিত আইন অনুযায়ী তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কের উপরের অংশের উভয় পাশে ৫০% জুড়ে ছবিসহ সতর্কবাণী আসছে। আমরা আশা করছি, ছবিসহ সতর্কবাণী বাস্তবায়নের পর তামাকের ব্যবহার কমে আসবে।

তিনি আরো বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণে সরকার আরও নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা, তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা প্রণয়নের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। সরকারের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে বেসরকারি সংগঠনগুলোর সক্রিয় সহযোগিতা ইতিবাচক। আশা করি, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অদূর ভবিষ্যতে আমরা তামাক নিয়ন্ত্রণে আর সফল হবো।

অধ্যাপক লিয়াকত আলী বলেন, বর্তমানে সংক্রামক রোগের তুলনায় অসংক্রামক রোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্বাস্থ্য একটি ব্যাপক বিষয়। এটি উপলব্দি করার সময় এসেছে। এই অবস্থা থেকে উত্তোরণে প্রতিরোধ ব্যবস্থার প্রতি জোরদারকরণে হেলথ প্রমোশনে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। তিনি ভবিষ্যতে তামাক এবং অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণে সহযোগিতা প্রদানের আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সাইফুদ্দিন আহমেদ বলেন, বিক্ষিপ্তভাবে আমাদের কাজ করলে হবে না। আমাদের জনস্বাস্থ্য রক্ষায় সকলের সম্মিলিত উদ্যোগ নিতে হবে।

জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব হেলথ সাইন্স, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, হেলথব্রিজ-কানাডা, জাতীয় যক্ষা নিরোধ সমিতি (নাটাব), জাতীয় বাতজ্বর ও হৃদরোগ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র, পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন, দি পিপলস ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ সহ আয়োজক সংস্থার প্রতিনিধিরা এতে অংশ নেন।

ধূর্ত তামাক কোম্পানির ষড়যন্ত্র রুখতে স্বাস্থ্য মন্ত্রীর দৃঢ় অবস্থানকে সমর্থন

তামাক বিরোধী সংগঠনসমূহের যৌথ সংবাদ সম্মেলন

ফাহমিদা ইসলাম ॥ বাংলাদেশ ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি) স্বাক্ষরকারী প্রথম দেশ হওয়া সত্ত্বেও বিড়ি-সিগারেটসহ তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে ছবিসহ সতর্কবাণী প্রদানে পিছিয়ে রয়েছে। যা আন্তর্জাতিক অঙ্গণে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করছে। মূলত বহুজাতিক তামাক কোম্পানিগুলো দেশের তরুণ সমাজকে নেশায় ধাবিত করতে ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানের বিষয়ে ষড়যন্ত্র করছে। তামাক কোম্পানির ষড়যন্ত্র প্রতিহত করতে স্বাস্থ্য মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমের দৃঢ় অবস্থানকে সমর্থন জানায় বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট।

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট, জাতীয় যক্ষা নিরোধ সমিতি (নাটাব) এবং ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডাব্লিউবিবি) ট্রাস্ট এর সম্মিলিত উদ্যোগে ৬ জানুয়ারি, জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট রাজনীতিক, নাটাব-এর সিনিয়র সহ-সভাপতি মোজাফফর হোসেন পল্টু।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সমন্বয়কারী সাইফুদ্দিন আহমেদ, দি ইউনিয়নের কারিগরি পরামর্শক সৈয়দ মাহবুবুল আলম, প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠন'র সাধারণ সম্পাদক হেলাল আহমেদ, মানবিকের উপদেষ্টা রফিকুল ইসলাম মিলন, নিরাপদ ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন'র নির্বাহী পরিচালক ইবনুল সাইদ রানা প্রমুখ। এতে সংগঠনসমূহের পক্ষে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন নাটাব'র সম্মানিক নির্বাহী পরিচালক ও সাবেক কূটনীতিক মুহাম্মদ কামালউদ্দিন।

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের মুখপত্র সমস্বর এর নির্বাহী সম্পাদক আমিনুল ইসলাম সুজন'র সঞ্চালনায় সম্মেলনে এইড'র নির্বাহী পরিচালক আমিনুল ইসলাম বকুল, নাটাব'র ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক খায়েরউদ্দিন আহমেদ মুকুল, বাদশা'র সভাপতি এডভোকেট মাহবুব আলম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মোজাফফর হোসেন পল্টু বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণ বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার যেমন, তেমনি বর্তমান সরকারের রাজনৈতিক অঙ্গীকারও। প্রধানমন্ত্রী ও স্বাস্থ্য মন্ত্রী মানুষকে তামাকজনিত মৃত্যু থেকে রক্ষায় তামাক নিয়ন্ত্রণে কঠোর হয়েছেন। স্বাস্থ্য মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম দায়িত্ব নিয়ে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের বিধিমালা প্রণয়ন করেছেন। সরকারের চলমান তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে প্রতিহত করতে তামাক কোম্পানিগুলোর ষড়যন্ত্র রুখতে হবে। রাষ্ট্রের আইন অমান্য করার দুঃসাহস যাতে তামাক কোম্পানিগুলো না পায়– সেজন্য আমরা সরকারের, স্বাস্থ্য মন্ত্রী ও মন্ত্রণালয়ের পাশে আছি।

তিনি আরও বলেন, স্বাস্থ্য মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম মেডিকেলে অধূমপায়ী ভর্তির ঘোষণা দিয়েছে, যা যুগান্তকারী। মন্ত্রীর এ ইতিবাচক উদ্যোগকে আমরা স্বাগত জানাই। পাশাপাশি মন্ত্রীকে ধূর্ত তামাক কোম্পানির কার্যক্রম প্রতিহত করতে আরও কঠোর হওয়ার আহবান জানাই।

সাইফুদ্দিন আহমেদ বলেন, বাংলাদেশের চাইতে ৩ বছর পরে এফসিটিসি র‍্যাটিফাই এবং ৬ বছর পর ২০১১ সালে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন করলেও তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে ছবিসহ সতর্কবাণী প্রদানের ক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে গেছে পাশ্ববর্তী দেশ নেপাল। বর্তমানে সব তামাকের মোড়কে ৯০ভাগ স্থান জুড়ে স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদান করছে নেপাল। অথচ বাংলাদেশ আইন প্রণয়নের ১১ বছর পর যখন আইন অনুযায়ী ১৯ মার্চ থেকে তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদান করতে যাচ্ছে, তখন ধূর্ত তামাক কোম্পানিগুলো প্রতারণার আশ্রয় নিচ্ছে। তামাক কোম্পানিগুলোর প্রতারণা প্রতিহত করতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন।

এডভোকেট সৈয়দ মাহবুবুল আলম বলেন, তামাক কোম্পানির কার্যক্রম প্রতিহত করতে আইন করেছে সরকার। এ আইন জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য, ধূর্ত তামাক কোম্পানির প্রতারণার সুযোগ দেযার জন্য নয়। তাই তামাক কোম্পানির প্রতারণা কার্যক্রমকে কঠোরভাবে প্রতিহত করতে হবে।

আমিনুল ইসলাম সুজন বলেন, যেসব তামাক কোম্পানি বাংলাদেশে তামাকের মোড়কে ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদান প্রতিহত করতে ষড়যন্ত্র করছে, সেসব কোম্পানি অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, নেপালসহ পৃথিবীর প্রায় ৮০টির অধিক দেশে তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে ছবিসহ সতর্কবাণী প্রদান করেছে।

লিখিত বক্তব্যে **মুহাম্মদ কামালউদ্দিন** বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণের কার্যকর পন্থা ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবাণী। বড় সতর্কবাণী প্রদান করায় অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, নরওয়ে, উরুগুয়ে, নেপালসহ বিভিন্ন দেশে তামাকের ব্যবহার ক্রমশ কমছে। বাংলাদেশে দীর্ঘদিন যাবত তামাক বিরোধী কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সরকার আইনের আলোকে যখন তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে ছবিসহ সতর্কবাণী প্রদানের উদ্যোগ নিচ্ছে, তখন মৃত্যুর ফেরিওয়ালা তামাক কোম্পানিগুলো আইন বাস্তবায়নকে বাধাগ্রস্ত করতে ষড়যন্ত্র শুরু করেছে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তামাক বিরোধী জোটের প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎ তামাক কোম্পানীগুলোর ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সজাগ থাকার আহবান

তামাক নিয়ন্ত্রণ সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার। এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সরকার জনস্বাস্থ্য উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে ২০১৩ সালে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ এর সংশোধনী পাস এবং ২০১৫ সালে বিধিমালা প্রণয়ন করেছে। কিন্তু জনস্বাস্থ্য উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করাসহ সরকারের ভাবমূর্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে ধূর্ত তামাক কোম্পানিগুলো নানারকম প্রতারণা করে যাচ্ছে। এরই অংশ হিসাবে তামাক কোম্পানিগুলো সচিত্র সতর্কবাণী প্রদান বিলম্ব করতে ষড়যন্ত্র করছে বলে গণমাধ্যমে এসেছে। এ বিষয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমকে অবহিত করতে ৩ জানুয়ারি দুপুরে মন্ত্রীর দপ্তরে স্বাক্ষাত করে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের একটি প্রতিনিধি দল। জাতীয় যক্ষা নিরোধ সমিতি (নাটাব) এর সিনিয়র সহ-সভাপতি মোজাফফর হোসেন পল্টু প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন।

এ সময় **স্বাস্থ্য মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম** বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সরকারের জনস্বাস্থ্য উন্নয়নমূলক একটি ইতিবাচক আইন, এ আইন বাস্তবায়নে সরকার বদ্ধ পরিকর। তামাক কোম্পানির কোন ষড়যন্ত্রই আইন বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবে না। প্রয়োজনে তামাক কোম্পানি ও তাদের ষড়যন্ত্র কঠোরভাবে দমন করা হবে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের তামাক নিয়ন্ত্রণ কাজে সমর্থন ও সহযোগিতা অব্যাহত রাখায় মন্ত্রী বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট প্রতিনিধিদলকে সাধুবাদ জানান। পাশাপাশি সামাজিক আন্দোলনকে আরও বেগবান করতে পরামর্শ প্রদান করেন।

এ সময় স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. জাহিদ মালেক এমপি উপস্থিত ছিলেন। প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট'র সমন্বয়কারী সাইফুদ্দিন আহমেদ, আন্তর্জাতিক সংগঠন দি ইউনিয়ন এর কারিগরি পরামর্শক এড. সৈয়দ মাহবুবুল আলম, এইড এর নির্বাহী পরিচালক আমিনুল ইসলাম বকুল, নাটাব এর সহ-সাধারণ সম্পাদক খায়ের আহমেদ মুকুল ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডাব্লিউবিবি) ট্রাস্ট এর ন্যাশনাল এডভোকেসি অফিসার সৈয়দা অনন্যা রহমান, আইক্যাপ ২০১৬ এর সমন্বয়কারী সাগুফতা সুলতানা ও নাটাবের কর্মসূচি ব্যবস্থাপক একেএম খলিল উল্যাহ।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন ও বর্তমান প্রেক্ষিত শীর্ষক গবেষণার তথ্য প্রকাশ

ফারহানা জামান লিজা ॥ বিড়ি-সিগারেটসহ তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর প্রত্যাশায় সমগ্র বাংলাদেশ। সম্প্রতি পরিচালিত জরিপে দেখা গেছে, অংশগ্রহণকারী সবাই তামাকের মোড়কে ছবিসহ সতর্কবাণীর প্রচলনকে তামাক নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন, ১৯ মার্চ ২০১৬ থেকে এ সচিত্র সতর্কবাণীর প্রচলন করা হচ্ছে।

১১ জানুয়ারি ২০১৬ সকাল ১১টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের ভিআইপি সভাকক্ষে ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি'র টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল (টিসিআরসি) এবং ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডাব্লিউবিবি) ট্রাস্ট এর উদ্যোগে পরিচালিত 'তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন ও বর্তমান প্রেক্ষিত' শীর্ষক গবেষণার তথ্য প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপরোক্ত তথ্য তুলে ধরা হয়।

গবেষণার তথ্য প্রকাশ অনুষ্ঠানে সম্মানিত আলোচকবৃন্দের ছবিটি তুলেছেন আমিনুল ইসলাম রিপন

ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট এর নির্বাহী পরিচালক সাইফুদ্দিন আহমেদ এর সভাপতিত্বে সভায় আলোচনা করেন জাতীয় যক্ষা নিরোধ সমিতি (নাটাব) এর সিনিয়র সহ-সভাপতি মোজাফফর হোসেন পল্টু, পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন (পবা) এর চেয়ারম্যান আবু নাসের খান, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব মো. জসিম উদ্দিন প্রমুখ। বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট এর মূখপত্র সমন্বর নির্বাহী সম্পাদক আমিনুল ইসলাম সুজন এর সঞ্চালনায় সভায় গবেষণার উপর ভিত্তি করে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ডিআইইউ-এর সহকারী অধ্যাপক ও টিসিআরসি'র সদস্য সচিব বজলুর রহমান।

প্রবন্ধে **বজলুর রহমান** বলেন, ১০০% টাস্কফোর্স সদস্য মনে করেন, তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদান করা হলে তামাকের ক্ষতিকর বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি ও তামাকের ব্যবহার কমাতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে। এর মধ্যে ৪১% মনে করেন, সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী সার্বিক তামাক নিয়ন্ত্রণ আন্দোলনকে বেগবান করবে। ৩০.৮% মনে করেন, তামাক সেবনের হার কমবে এবং ২৮.২% মনে করেন, তামাকের মৃত্যুঝুঁকি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।

সাইফুদ্দিন আহমেদ বলেন, ২০১৩ সালে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন ও ২০১৫ সালে বিধিমালা পাস হওয়ার পর মানুষের মধ্যে আইন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাক কোম্পানির প্রভাবমুক্ত রাখতে এফসিটিসির আর্টিকেল ৫.৩ এর গুরুত্ব অত্যধিক। কিন্তু এ সম্পর্কে টাস্কফোর্স সদস্য ও মানুষের মধ্যে জানার পরিধি খুবই কম। তাই ধূর্ত তামাক কোম্পানিগুলো আইন বাস্তবায়নে নানাভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। তামাক কোম্পানির সব অপকৌশল কঠোরভাবে বন্ধ করা দরকার।

মো. জসিম উদ্দিন বলেন, ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন সামনে আসছে–এসব নির্বাচনে বিড়ি, সিগারেটসহ তামাকের ব্যবহার বন্ধ করা দরকার। তরুণদের তামাকের ব্যবহারের নিরুৎসাহিত করতে ছাত্র সংগঠন ও রাজনৈতিক দলগুলোকে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। বিশেষ করে, নির্বাচনে অধূমপায়ীদের মনোনয়ন ও রাজনৈতিক দলে নেতৃত্ব দেয়ায় অধূমপায়ীদের প্রাধান্য দিতে হবে।

পরিবেশবিদ আবু নাসের খান গবেষণার প্রশংসা করে বলেন, একসময় বাসে কেউ সিগারেট ধরালে কিছু বলা যেত না। কিন্তু তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের মাধ্যমে অধূমপায়ীদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, মানুষের মধ্যে মৌলিক পরিবর্তন হয়েছে–তা খুবই ইতিবাচক। তামাক কোম্পানিগুলো সংগঠিত 'কালপ্রিট'–তারা এমন একটি ব্যবস্থা সৃষ্টি করেছে, যা আইনের কার্যকর বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। তবু যে গতিতে তামাক বিরোধী আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে–তা প্রশংসনীয়। তিনি তামাক নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণের উপরও গুরুত্বারোপ করেন।

বিশিষ্ট রাজনীতিক **মোজাফফর হোসেন পল্টু** বলেন, ধূর্ত তামাক কোম্পানিগুলোর প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত সদিচ্ছা, সরকারের রাজনৈতিক অঙ্গীকার, স্বাস্থ্য মন্ত্রীর সুদৃঢ় অবস্থান, তামাক বিরোধী সংগঠন ও গণমাধ্যম কর্মীদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় তামাক নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশের অগ্রগতি প্রশংসনীয়। এই অগ্রগতি ধরে রাখতে, কার্যকর তামাক নিয়ন্ত্রণকে উৎসাহিত করতে সরকার ও স্বাস্থ্য মন্ত্রীকে সমর্থন দেয়া দরকার। তামাক কোম্পানির ষড়যন্ত্র প্রতিহত ও ষড়যন্ত্রকারীদের মুখোশ তুলে ধরতে গণমাধ্যম কর্মীদের সক্রিয় ভূমিকার পাশাপাশি সামাজিক আন্দোলনকে বেগবান করা প্রয়োজন।

মুক্ত আলোচনায় বক্তব্য রাখেন জাতীয় ক্যান্সার ইনস্টিটিউট এন্ড হাসপাতালের সহযোগী অধ্যাপক ও ক্যান্সার এপিডেমিলোজি বিভাগের প্রধান ডা. হাবিবুল্লাহ তালুকদার, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডা. মফিজুল ইসলাম বুলবুল, প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হেলাল আহমেদ, নাটাব'র কর্মসূচি ব্যবস্থাপক এ কে এম খলিল উল্লাহ, একলাব এর নির্বাহী পরিচালক মো. তারিকুল ইসলাম প্রমুখ।

টিসিআরসির নেতৃত্বে পরিচালিত এ গবেষণায় মাঠ পর্যায়ের নেতৃত্ব দেন টিসিআরসির সহকারী গবেষক ফারহানা জামান লিজা ও মো. মহিউদ্দিন রাসেল এবং তথ্য বিশ্লেষণে সহযোগিতা করেন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের মো. ফরহাদ হোসেন। দেশের ১০টি জেলায় এ গবেষণা পরিচালিত হয়।

তামাক কোম্পানিগুলো দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করছে
তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মীদের অভিযোগ

শুভ কর্মকার ॥ বহুজাতিক তামাক কোম্পানিগুলো দেশের তরুণ সমাজকে নেশায় ধাবিত করতে ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানের বিষয়ে ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। বাংলাদেশ ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি) স্বাক্ষরকারী প্রথম দেশ হওয়া সত্ত্বেও বিড়ি-সিগারেটসহ তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে ছবিসহ সতর্কবাণী প্রদানে পিছিয়ে রয়েছে। যা আন্তর্জাতিক অঙ্গণে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করছে।

তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রচলনে তামাক কোম্পানির ষড়যন্ত্র প্রতিহত করার আহবান জানিয়ে ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডাব্লিউবিবি) ট্রাস্ট এর উদ্যোগে ২৩ জানুয়ারি, ২০১৬ সকাল সাড়ে ১১টায় সংস্থার সভা কক্ষে এক মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের পরিচালক গাউস পিয়ারী মুক্তি এবং সঞ্চালনা করেন ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের প্রোগ্রাম ম্যানেজার সৈয়দা অনন্যা রহমান। উপস্থিত ছিলেন প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হেলাল আহমেদ, নিরাপদ ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন'র নির্বাহী পরিচালক ইবনুল সাইদ রানা, একলাব'র নির্বাহী পরিচালক তারিকুল ইসলাম, সার্প'র নির্বাহী পরিচালক মোঃ আবুল হোসেন, স্বদেশ মৃত্তিকা'র নির্বাহী পরিচালক মোঃ আকবর হোসেন প্রমুখ।

হেলাল আহমেদ বলেন, সরকারের চলমান তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে প্রতিহত করতে তামাক কোম্পানিগুলোর ষড়যন্ত্র রুখতে হবে। **তারিকুল ইসলাম** বলেন, সংশোধিত আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী আগামী ১৯ মার্চ থেকে সচিত্র স্বাস্থ্য সর্তকবাণী সম্বলিত প্যাকেট বাস্তবায়নে তামাক বিরোধী সকল কর্মীকে আরো জোরালো রাখা হবে। **ইবনুল সাইদ রানা** মৃত্যুর ফেরিওয়ালা হিসাবে পরিচিত ধূর্ত তামাক কোম্পানিগুলোর প্রতারনা প্রতিহত করতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানান।

আবুল হোসেন বলেন, তামাক কোম্পানির কার্যক্রম প্রতিহত করতে আইন করেছে সরকার। এ আইন জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য, ধূর্ত তামাক কোম্পানির প্রতারনার সুযোগ দেয়ার জন্য নয়। তাই তামাক কোম্পানির প্রতারনা কার্যক্রমকে কঠোরভাবে প্রতিহত করতে হবে।

তামাক বিরোধী জোটের সংবাদ সম্মেলন

আবু রায়হান ॥ তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে আগামী ১৯ মার্চ, ২০১৬ হতে ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবানী প্রদানের আইনী বাধ্যবাধকতাকে বিলম্ব করতে তামাক কোম্পানীগুলো নানা বিভ্রান্তিমূলক প্রচারণা ও অপকৌশলে লিপ্ত হয়েছে। তামাক কোম্পানীগুলোর অপকৌশলে রোধে কঠোর ও দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য দেশের তামাক নিয়ন্ত্রণে কার্যরত সংগঠনগুলো সরকারের কাছে অনুরোধ জানায়। ১৫ ফেব্রুয়ারি সকাল ১১টায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট, নাটাব, একলাব, এইড, টিসিআরসি এবং ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা এ দাবী করেন।

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট এর ভারপ্রাপ্ত সমন্বয়কারী হেলাল আহমেদ এর সভাপতিত্বে সংবাদ সম্মেলনে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন দি ইউনিয়নের কারিগরি পরামর্শক এডভোকেট সৈয়দ মাহবুবুল আলম। এতে বক্তব্য রাখেন ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির (ডিআইইউ) এর ভাইস চেয়ারম্যান ও টোব্যাকো কন্ট্রোল রিসার্চ সেল এর প্রধান ব্যারিষ্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারি, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট এর কর্মসূচি ব্যবস্থাপক সৈয়দা অনন্যা রহমান, জাতীয় যক্ষা নিরোধ সমিতি (নাটাব) এর কর্মসূচি ব্যবস্থাপক একেএম খলিল উল্লাহ, একলাব'র প্রকল্প সমন্বয়কারী আব্দুল কাদের প্রমুখ।

মূল প্রবন্ধে **সৈয়দ মাহবুবুল আলম** বলেন, ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে তামাকের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করা। তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য

সতর্কবানী প্রদান বিশ্বব্যাপি তামাকের আগ্রসান রোধে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। তামাক নিয়ন্ত্রণে আন্তর্জাতিক চুক্তি এফসিটিসিতেও এ ব্যাপারে দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি, তামাক কোম্পানীর সকল অপপ্রচেষ্টা রুখে এ বছর ১৯ মার্চের মধ্যেই তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে ছবিসহ স্বাস্থ্য সর্তকবাণী আসবে।

আইনজীবি ব্যারিষ্টার **শামীম হায়দার পাটোয়ারি** বলেন, প্রধানমন্ত্রী তামাকমুক্ত দেশ গড়ার অঙ্গীকার করেছেন। এ ঘোষণা বাস্তবায়ন করতে হলে অবশ্যই যথাসময়ে তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবানীর মুদ্রণ নিশ্চিত করতে হবে।

হেলাল আহমেদ বলেন, বহুজাতিক তামাক কোম্পানিগুলো বিশ্বের অন্যান্য দেশে প্যাকেটের উপরের অংশে ছবিসহ স্বাস্থ্য সর্তকবাণী প্রদানের বিধান মেনে চললেও বাংলাদেশের ক্ষেত্রে গরিমসি করছে বলে গণমাধ্যমগুলোতে তথ্য প্রকাশ পেয়েছে, যা আমাদের উদ্বিগ্ন করেছে। নির্দিষ্ট সময়ে আইন অনুসারে সকল তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবানী প্রদানে প্রধানমন্ত্রী এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রীর অঙ্গীকারে আমরা আশান্বিত।

সংবাদ সম্মেলনে আরো উপস্থিত ছিলেন জালালাবাদ ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক এনাম আহমেদ, গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক নজরুল ইসলাম সরকার, এলআরবি ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক সুলতানা রাজিয়া, হিমু পরিবহনের মূখপাত্র পারভেজ আহমেদ মূরাদ, স্বপ্নের সিঁড়ি সমাজ উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক উম্মে সালমা, অরুণোদয়ের তরুণ দলের তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা সোহেল আহমেদ প্রমূখ।

আইন অনুযায়ী প্রাণঘাতী তামাকের মোড়কে সচিত্র সতর্কবাণী প্রদানের দাবিতে স্কেটিং র‍্যালি

শাহাদাত হোসেন দিপু ॥ দেশের ৩০% এর অধিক তরুণরাই জাতীয় আয়ে সর্বাধিক অবদান রাখে। তরুণদের নেশার দিকে ধাবিত করতে পারলে আগামী দিনে দেশের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করা যাবে। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করতে বহুজাতিক তামাক কোম্পানিগুলোর ষড়যন্ত্র করছে, যা জাতীয় উন্নয়নে হুমকি তৈরি করছে।

৮ জানুয়ারি, ২০১৬ সকাল ১১টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে তামাক বিরোধী এক স্কেটিং র‍্যালির প্রাক্কালে অবস্থান কর্মসূচিতে বক্তারা এই অভিযোগ করেন। প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠন ও ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল (টিসিআরসি) এর যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট রাজনীতিক, জাতীয় যক্ষা নিরোধ সমিতি (নাটাব) এর সিনিয়র সহ-সভাপতি মোজাফফর হোসেন পল্টু। এ সময় বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট আইনজীবী ও ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ট্রাস্টি বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান ও টিসিআরসির আহবায়ক ব্যারিষ্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী, প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হেলাল আহমেদ। কর্মসূচি পরিচালনা করেন বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের মূখপত্র সমস্বর-এর নির্বাহী সম্পাদক আমিনুল ইসলাম সুজন প্রমূখ।

মোজাফফর হোসেন পল্টু বলেন, বাংলাদেশে তামাকের কারণে দেশে ৯৫হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করছে। বিপুল সংখ্যক মানুষের মৃত্যু ঠেকাতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার যখন তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে কঠোর হচ্ছে, তখন ধূর্ত তামাক কোম্পানিগুলো মানুষকে মৃত্যুর দিকে ধাবিত করতে নানারকম প্রতারণা শুরু করেছে। কিন্তু স্বাস্থ্য মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম এর নেতৃত্বে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় আইন বাস্তবায়নে বদ্ধ পরিকর বলে মন্ত্রী আমাদের আশ্বস্ত করেছেন। কিন্তু সরকারের মধ্যে ষড়যন্ত্রকারীরা যেন স্থান না পায়, সেদিকে সকলকে সজাগ থাকতে হবে।

ব্যারিষ্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী বলেন, ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি) স্বাক্ষরকারী প্রথম দেশ হিসাবে বাংলাদেশ সরকার জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে ইতিবাচক নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কের উভয় পার্শ্বে উপরের অংশে ৫০ভাগ স্থানজুড়ে ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানে বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

হেলাল আহমেদ বলেন, তরুণদের নেশার দিকে ধাবিত করার মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিই তামাক কোম্পানির অপতৎপরতার অংশ। তরুণদের নেশার দিকে ধাবিত করার মাধ্যমে প্রাণঘাতি তামাক ব্যবসার সম্প্রসারণই ধূর্ত তামাক কোম্পানির উদ্দেশ্য। তামাক কোম্পানির সব ষড়যন্ত্র মোকাবেলায় আমরা স্বাস্থ্য মন্ত্রীর সঙ্গে একযোগে কাজ করে যাব।

আমিনুল ইসলাম সুজন বলেন, ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো (বিএটি) সহ তামাক কোম্পানিগুলো বিশ্বব্যাপী অর্থ ও অন্যান্য অনৈতিক সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে সরকারি কর্মকর্তা, রাজনীতিকদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। বিশ্বব্যাপী বিএটি'র দুর্নিতীর চিত্র বিবিসি, আল-জাজিরায় উঠে এসেছে। বাংলাদেশেও বিএটিসহ তামাক কোম্পানির পক্ষে যারা কথা বলে, তারা কোন অনৈতিক সুবিধার বিনিময়ে ষড়যন্ত্র করছে, তাদের চিহ্নিত করা প্রয়োজন।

জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অনুষ্ঠিত অবস্থান কর্মসূচিতে এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন নাটাব এর ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক খায়েরউদ্দিন আহমেদ মুকুল, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডাব্লিউবিবি) ট্রাস্ট এর কর্মসূচি ব্যবস্থাপক সৈয়দা অনন্যা রহমান, টিসিআরসির সহকারী গবেষক মহিউদ্দিন রাসেল ও ফারহানা জামান লিজা।

অবস্থান কর্মসূচি শেষে ব্যারিষ্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী ও হেলাল আহমেদ এর নেতৃত্বে একটি বর্ণাঢ্য স্কেটিং র‍্যালি জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে থেকে দোয়েল চত্বর হয়ে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গিয়ে শেষ হয়। এ সময় তামাকের ক্ষতিকর বিষয়ে সচেতনতামূলক বিভিন্ন ব্যানার, ফেস্টুন প্রদর্শিত হয়। র‍্যালিতে শতাধিক তরুণ স্কেটার অংশগ্রহণ করেন।

"এফসিটিসি আর্টিকেল ৫.৩ বাস্তবায়নে যুব সমাজের ভূমিকা" শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

মো. মহিউদ্দিন ॥ বাংলাদেশ ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি) স্বাক্ষরকারী প্রথম দেশ হওয়া সত্ত্বেও এফসিটিসির বিভিন্ন আর্টিকেল সম্পর্কে সাধারণ জনগনের মাঝে ধারণা খুবই কম। ফলে ধূর্ত তামাক কোম্পানী খুব সহজেই মানুষকে বোকা বানাতে সক্ষম হচ্ছে। তাই এই এফসিটিসির আর্টিকেলসমূহ সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরার উদ্যোগ গ্রহন করেছে

ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডব্লিউবিবি) ট্রাস্ট ও ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্স সেল (টিসিআরসি)। এরই ধারাবাহিকতায় গত ২৮ জানুয়ারী ২০১৬ এফসিটিসির আর্টিকেল ৫.৩ বাস্তবায়নে যুব সমাজের ভূমিকা শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করে। এতে প্রায় দুই শতাধিক শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সংগঠনগুলোর প্রতিনিধিরা এসময় উপস্থিত ছিলেন।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনায় **আমিনুল ইসলাম সুজন** বলেন, জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে পৃথিবীর প্রথম আন্তর্জাতিক চুক্তি ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি); যা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নেতৃত্বে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সক্রিয় অংশগ্রহণে চূড়ান্ত হয়। ২০০৩ সালে বাংলাদেশ প্রথম দেশ হিসাবে স্বাক্ষর করেছিল ও ২০০৪ সালে এ চুক্তি অনুস্বাক্ষর বা র‍্যাটিফাইও করে বাংলাদেশ। এফসিটিসি আর্টিকেল ৫.৩ এ তামাক কোম্পানির কার্যক্রমে সরকারি কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণ সম্পর্কে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

পরিবেশবিদ **আবু নাসের খান** বলেন, বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৩০ শতাংশের অধিক তরুণ। আর এই তরুণ সমাজই ধূর্ত তামাক কোম্পানীর প্রধান লক্ষ্য। বাংলাদেশ সরকার তামাক ও তামাক কোম্পানির কার্যক্রম প্রতিহত করতে আইন করেছে, কিন্তু যতদিন না যুব সমাজ এ ব্যাপারেও সোচ্চার হবে, ততদিন এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে পুরোপুরি সফলতা সম্ভব নয়। তাই তামাক কোম্পানির প্রতারণামূলক কর্মকান্ড কঠোরভাবে প্রতিরোধ করার জন্য যুব সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে, সোচ্চার হতে হবে, সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

ডা. হাসান শাহরিয়ার কল্লোল বলেন, তামাক গ্রহণের ফলে যেসকল রোগ যেমন: ক্যান্সার, হৃদরোগ, উচ্চরক্তচাপ, স্ট্রোক, হার্ট এটাক, ডায়বেটিস, ফুসফুসের দীর্ঘমেয়াদী বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে বছরে ৬০ লক্ষাধিক মানুষ মৃত্যুবরণ করে। এর মধ্যে ৬ লক্ষ মানুষ রয়েছে; যারা মূলত পরোক্ষ ধূমপানের কারণে মারা যায়। তাই তামাক ও ধূমপানকে প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যুর প্রধান কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

সৈয়দা অনন্যা রহমান বলেন, বহুজাতিক তামাক কোম্পানিগুলো দেশের তরুণ সমাজকে নেশায় ধাবিত করতে বিভিন্ন অপকৌশল অবলম্বন করে। সিএসআর ফান্ড, স্পন্সরশিপ, বিভিন্ন প্রতিযোগিতার নামে তরুণ সমাজকে প্রলোভন দেখিয়ে নেশায় আকৃষ্ট করছে।

মো: বজলুর রহমান বলেন, তামাক কোম্পানির প্রতারণামূলক কার্যক্রম ও ষড়যন্ত্র প্রতিহত করতে যুব সমাজকে এবার সক্রিয় হতে হবে। কোম্পানি গুলোর অবৈধ বিজ্ঞাপনসহ অন্যান্য অবৈধ কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে সমাজের কাছে তুলে ধরার এবং সরকারকে সহযোগিতা করার জন্য তিনি তরুণদের আহ্বান জানান।

ডা. শহিদুল কাদির পাটোয়ারী বলেন, তামাক কোম্পানী তাদের স্বার্থ রক্ষার্থে অবৈধ কর্মকান্ড করার মাধ্যমে তরুণ সমাজকে নেশায় ধাবিত করছে। কিন্তু নিজেদের স্বার্থ রক্ষার্থে তামাক কোম্পানির অপকর্ম সমাজের কাছে তুলে ধরতে হবে। বাংলাদেশ সরকারের কাছে জনগণের স্বাস্থ্য উন্নয়ন নীতিই প্রধান। তাই জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে তামাক কোম্পানি ও এর দোসরদের সঙ্গে পরিচালিত সব আলোচনা প্রকাশ্যে করতে হবে। কোনভাবেই তামাক কোম্পানিকে কোনরকম সহযোগিতা সরকার করতে পারবে না।

তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র সতর্কবাণী প্রদানের দাবিতে বিভিন্ন কর্মসূচী

তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে ছবিসহ সতর্কবাণী প্রদানকে বিলম্ব করতে বিভিন্নরকম ষড়যন্ত্র করছে তামাক কোম্পানিগুলো–যা বিভিন্ন গণমাধমেও উঠে এসেছে। তামাক কোম্পানির ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে সঠিক সময়ের মধ্যে আইন অনুযায়ী সতর্কবাণী প্রদান করতে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটসহ বিভিন্ন সংগঠন প্রচারণা কর্মসূচি আয়োজন করে। এখানে কয়েকটি কার্যক্রমের সংবাদ সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো, যা গ্রন্থনা করেছেন **আবু রায়হান**।

গাজীপুর: ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল (টিসিআরসি) এর উদ্যোগে ২৫ জানুয়ারি সকাল ১১টায় গাজীপুরের মাওনায় এক অবস্থান কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়।

এ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ডা. শহিদুল কাদির পাটোয়ারি। এ সময় বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট আইনজীবী, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ট্রাস্টি বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান ও টিসিআরসির প্রেসিডেন্ট ব্যারিষ্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী, টিসিআরসির সদস্য সচিব মোঃ বজলুর রহমান, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির আইন বিভাগের প্রভাষক শহিদুল ইসলাম। কর্মসূচি পরিচালনা করেন টিসিআরসির সহকারী গবেষক মহিউদ্দিন রাসেল।

ঢাকা: তামাক নিয়ন্ত্রণের কার্যকর পন্থা ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবাণী। যে দেশে

যত বড় ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদান করা হয়, সেই দেশে তামাকের ব্যবহার দ্রুত কমছে। তামাকের ব্যবহার কমাতে, বিশেষ করে তরুণদের তামাকের মরণ নেশায় নিরুৎসাহিত করতে তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবাণী খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১৯ মার্চ, ২০১৬ হতে সকল তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্ক বানী কার্যকর হয়েছে। এ বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষে গত ২৪ জানুয়ারি, ২০১৬ বিকেলে ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট'র আয়োজনে অমর একুশে বইমেলায় একটি লিফলেট ক্যাম্পেইন ও গণ স্বাক্ষর কর্মসূচী আয়োজন করা হয়। বই মেলায় আগত অজস্র মানুষের মাঝে ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্ক বানী সম্পর্কে তথ্য সম্বলিত লিফলেট বিতরন করা হয়। বই মেলায় আগত অনেক মানুষ স্ব-প্রণোদিত হয়ে উক্ত কর্মসূচীতে অংশগ্রহন করে ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবানী সম্পর্কে মতামত প্রদান করেন।

প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠনের সেক্রেটারী জেনারেল হেলাল আহমেদ এর নেতৃত্বে উক্ত কর্মসূচীতে আরো উপস্থিত ছিলেন ডাব্লিউবিব ট্রাস্টের সহকারী নেটওয়ার্ক অফিসার শুভ কর্মকার, টিসিআরসি'র সহকারী গবেষক, ফারহানা জামান লিজা, মো. মহিউদ্দিন, মানবিক'র তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা সুমন শেখ, স্বপ্নের সিড়ি সংস্থা'র নির্বাহী পরিচালক উম্মে সালমা, সহ-সভাপতি ইশরাত জাহান লতা, আন্তর্জাতিক সংগঠন এফকে নরওয়ের এক্সচেন্জ ফেলো নিয়ান লিন কেও, অরুণোদয়ের তরুণ দল'র তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা সোহেল আহমেদ প্রমূখ।

ঢাকা: ২৭ জানুয়ারি, ২০১৬ সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অরুনোদয়ের তরুণ দল, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট এবং বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটসহ মোট ৮টি সংস্থার যৌথ উদ্যোগে তামাকের কারণে অকাল মৃত্যুর শিকার মানুষদের স্মরণে কালো কাপড় পরিধান করে মানববন্ধন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠন'র সাধারণ সম্পাদক হেলাল আহমেদ এর সভাপতিত্বে কর্মসূচিতে আলোচনা করেন এইড'র নির্বাহী পরিচালক আমিনুল ইসলাম বকুল, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট'র প্রোগ্রাম ম্যানেজার সৈয়দা অনন্যা রহমান, গ্রীন মাইন্ড সোসাইটি'র নির্বাহী পরিচালক আমির হাসান, এলআরবি ফাউন্ডেশন'র নির্বাহী পরিচালক রাজিয়া সুলতানা, টিসিআরসি'র গবেষনা সহকারী ফারজানা জামান লিজা, অরুনোদয়ের তরুণ দলের সভাপতি শহিদুল ইসলাম বাবু প্রমুখ। কর্মসূচি সঞ্চালনা করেন নিরাপদ ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ইবনুল সাঈদ রানা।

গত ৩০ জানুয়ারি, ২০১৬ সকাল ৯টায় বনানীর চেয়ারম্যান বাড়ি এলাকায় ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির বনানী ক্যাম্পাসের সামনে অনুষ্ঠিত কর্মসূচির উদ্বোধন করেন ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ডা. শহিদুল কাদির পাটোয়ারি। এ সময় বক্তব্য রাখেন টিসিআরসির সদস্য সচিব মোঃ বজলুর রহমান, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের প্রোগ্রাম অফিসার মোঃ জাহিদুল ইসলাম, টিসিআরসির সহকারী গবেষক ফারহানা জামান লিজা। কর্মসূচি পরিচালনা করেন টিসিআরসির সহকারী গবেষক মহিউদ্দিন রাসেল।

৩০ জানুয়ারী সকাল ১০ টায় রাজধানীর কামরাঙ্গীরচরের আল-আমিন গার্ডেনে ডাব্লিউবিবি ট্রাষ্ট, গ্রীন মাইন্ড সোসাইটি, প্রদেশ এবং স্বপ্নের সিড়ি সমাজ কল্যান সংস্থার যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

গ্রীন মাইন্ড সোসাইটির সভাপতি আমির হাসান মাসুদ এর সভাপতিতে সভায় অংশগ্রহন করেন ডা. সৈয়দ রেজাউল ইসলাম - ডিপিএম (ইপিআই এন্ড সার্ভিল্যান্স), ডিজিএইসএস, ৫৫ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর হাজী মোঃ নূরে আলম, ডাব্লিউবিবি ট্রাষ্ট এর নেটওয়ার্ক কর্মকর্তা শুভ কর্মকার, প্রদেশ এর নির্বাহী পরিচালক অনাদি কুমার মন্ডল, ডিইডি ইউসুফ আলী, স্বপ্নের সিড়ি সমাজ কল্যান সংস্থার নির্বাহী পরিচালক উম্মে সালমা, সহ-সভাপতি ইসরাত জাহান, অডিট অধিদপ্তরের অডিটর শামীম আল মামুন, এলআরবি ফাউন্ডেশন'র নির্বাহী পরিচালক রাজিয়া সুলতানা, আইনজীবী মাহবুবুল আলম প্রমূখ।

১৬ মার্চ সকাল ১১ টায় মহাখালী রেলগেট এলাকায় ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকোর সামনে যৌথভাবে মানববন্ধন আয়োজন করে ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (ডিআইইউ) এর টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্স সেল (টিসিআরসি), ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডাব্লিউবিবি) ট্রাস্ট, প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠন, মানবিক ও বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট।

টিসিআরসির গবেষনা সহকারী মো: মহিউদ্দিনের সঞ্চালনায় ও ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ছাত্র কল্যাণ উপদেষ্টা ও ইংরেজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. শাহ্ আলম চৌধুরীর সভাপতিত্বে এ সময় বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের নির্বাহী সদস্য ও প্রত্যাশার সাধারণ সম্পাদক হেলাল আহমেদ, টিসিআরসির সদস্য সচিব মো: বজলুর রহমান, মানবিকের তামাক নিয়ন্ত্রন বিষয়ক কর্মকর্তা সুমন শেখ ও টিসিআরসির গবেষণা সহকারী ফারহানা জামান লিজা।

সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বাস্তবায়নের দাবিতে ১৪ থেকে ১৬ মার্চ ৩ দিনব্যাপী রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে রোড শো আয়োজন করেছে তামাকবিরোধী ১২টি সংগঠন। সংগঠনগুলো হলো ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন, ঢাকা আহসানিয়া মিশন, এসিডি, ইপসা, সীমান্তিক, উবিনীগ, ইসি বাংলাদেশ, ডব্লিউবিবি ট্রাস্ট, নাটাব, প্রত্যাশা, এইড ফাউন্ডেশন ও প্রজ্ঞা।

রোড শোর অংশ হিসেবে তিন দিনব্যাপী সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর নমুনা-সম্বলিত ৫টি ট্রাক মিউজিক্যাল কনসার্টসহ ঢাকার বিভিন্ন স্থান উত্তরা, গুলশান, মিরপুর, আগারগাঁও, ধানমন্ডি, নিউমার্কেট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, কাকরাইল, আজিমপুর, বঙ্গবাজার মার্কেট ও গুলিস্তান এলাকা প্রদক্ষিণ করে। এ সময়ে সচিত্র সতর্কবাণী সংক্রান্ত লিফলেট বিতরণ করা হয়। রোড শোর শেষ দিন বুধবার ১৬ মার্চ দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে একটি মানববন্ধন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে কর্মসূচি শেষ হয়।

আইনভঙ্গকারী কোম্পানির বিরুদ্ধে আইনী পদক্ষেপের দাবিতে স্বাস্থ্য মন্ত্রীকে স্মারকলিপি প্রদান

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ভঙ্গের প্রেক্ষিতে বিএটিসহ সকল তামাক কোম্পানীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবীতে অবস্থান কর্মসূচী শেষে স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে স্মারকলিপি দিয়েছে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটসহ সমমনা তামাক বিরোধী সংগঠনগুলো। গত ২০ মার্চ, ২০১৬ সকাল ১১ টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে কর্মসূচী শেষে জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের মাধ্যমে এ স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ও বিধিমালা অনুসারে ১৯ মার্চ ২০১৬ থেকে সকল তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট-মোড়কে ছবিসহ সতর্কবাণী প্রদান বাধ্যতামূলক। তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সতর্কবাণী প্রদানের বিষয়ে জনগনকে অবহিত করা সরকারের দায়িত্ব। গত ১৬ মার্চ জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল এক গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল বা সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের গণবিজ্ঞপ্তির পূর্বে বিএটি দেশের বিভিন্ন স্থানে সিগারেট প্যাকেট পরিবর্তনের নামে লিফলেট, হ্যান্ডবিলসহ প্রচারণা চালায়। ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানি (বিএটি) সিগারেট প্যাকেট পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যাপক প্রচারণার আড়ালে তামাকজাত দ্রব্যের প্রচারণা চালাচ্ছে বলে কর্মসূচীতে অভিযোগ করা হয়।

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট'র ভারপ্রাপ্ত সমন্বয়কারী হেলাল আহমেদ, মানবিক'র টেকনিক্যাল এডভাইজার রফিকুল ইসলাম মিলন, নিরাপদ ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ইবনুল সাঈদ রানা, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের প্রোগ্রাম ম্যানেজার সৈয়দা অনন্যা রহমান প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট'র নেটওয়ার্ক অফিসার শুভ কর্মকার এর সঞ্চালনায় কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন নাটাব এর সহকারী কর্মসূচি ব্যবস্থাপক আব্দুল আলীম, আমরা ধূমপান নিবারণ করি (আধূনিক) এর নির্বাহী সচিব আব্দুল জব্বার, বউকস এর নির্বাহী পরিচালক হাসিনুর রহমান, একলাব এর প্রকল্প সমন্বয়কারী আব্দুল কাদের, টিসিআরসির সহকারী গবেষক ফারহানা জামান লিজা, গণবন্ধু সামাজিক সংস্থা বাংলাদেশ-এর সাধারণ সম্পাদক দেওয়ান মাসুদা সুলতানা, এলআরবি ফাউন্ডেশন-এর নির্বাহী পরিচালক সুলতানা রাজিয়া, স্বপ্নের সিঁড়ি সমাজ কল্যাণ সংস্থার নির্বাহী পরিচালক উম্মে সালমা, কাটনার পাড়া নারী উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক লতিফা ইয়াসমীন লাভলী প্রমূখ।

সমাবেশ শেষে তামাক নিয়ন্ত্রণে কার্যরত সংস্থাগুলোর পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধি দল জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল এর মাধ্যমে মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদাণের পাশাপাশি তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনভঙ্গকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আইনী পদক্ষেপের মাধ্যমে আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহনের দাবী জানায়।

হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন গঠনের দাবি

সৈয়দ সাইফুল আলম শোভন ॥ ১লা ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ অনলাইন নিউজপোর্টাল বাংলামেইল২৪ডটকম ও ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশের (ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট) উদ্যোগে আয়োজিত 'তামাক নিয়ন্ত্রণ ও হেলথ প্রমোশন' শীর্ষক মতবিনিময় সভায় স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন গঠনের দাবি জানান। কাকরাইলের স্কাউট ভবনে বাংলামেইলের কনফারেন্স রুমে এ সভা আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য (পিরোজপুর-৩) সংসদ সদস্য **রুস্তম আলী ফরাজী** বলেন, মানবসম্পদ রক্ষায় রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে গুরুত্ব দিতে হবে। মনে রাখতে হবে, সবার স্বাস্থ্য সেবা ও শিক্ষা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। অসুস্থ্য হওয়ার পর চিকিৎসা প্রদানের চাইতে মানুষ যেন অসুস্থ্য না হয়, সে পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। আর রোগ প্রতিরোধকে গুরুত্ব দিতে হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন গঠন করতে হবে। তিনি বলেন, 'আজ আমরা যাই খাই, সবই ভেজাল-অনিরাপদ। ঢাকার সাড়ে ৫ লাখ ভবন বিল্ডিং কোড না মেনে নির্মাণ করা হয়েছে। যেগুলো ভূমিকম্প ঝুঁকিতে রয়েছে। ঢাকায় কালো ধোঁয়ার গাড়ি বন্ধ হয়ে তা চলে যাচ্ছে গ্রামে। ১০ বছর পর এই গ্রামও বসবাসের অনুপোযোগী হয়ে যাবে। আজ আমরা বোতলের পানি খাই বিশ্বাসে, এগুলোতেও ভেজাল আছে। আমরাই তৈরি করেছি আমাদের দুর্দশা। আমাদের আইন আছে, কিন্তু কার্যকর বাস্তবায়ন নেই'।

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব হেলথ সায়েন্স (বিইউএইচএস) এর হেল্‌থ প্রমোশন অ্যান্ড হেলথ এডুকেশন বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক **খোরশেদা খানম** বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণে শুধু সচেতনতা নয়, শিক্ষা দেয়াও জরুরি। এজন্য শিক্ষার মান বাড়ানো দরকার। শিক্ষাই তাকে বলে দেবে সে কী করবে। বিশেষ করে পরিবারিকভাবে শিক্ষার মাধ্যমে তামাক থেকে শিশুদের রক্ষা করা সম্ভব। চাকরিতে বিবেচনার ক্ষেত্রে ধূমপান করাকে অযোগ্যতা হিসাবে বিবেচনা করতে হবে।

ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ট্রাস্টি বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান ও টিসিআরসির আহ্বায়ক **ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী** বলেন, আমরা শিশুদের খেলার জায়গা দিতে পারি না। এজন্য শিশুরা নেশা ও অপরাধের দিকে ধাবিত হচ্ছে। পদ্ম সেতুর আগে যদি একটা হেলথ ফাউন্ডেশন গঠন করা যেতো তাহলে চিকিৎসা খাত থেকে যে টাকা বাঁচতো তা দিয়ে আরো দুটি পদ্মাসেতু নির্মাণ করা যেতো।

জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ **ডা. মফিজুল ইসলাম বুলবুল** বলেন, অসংক্রামক রোগের বড় একটা অসুবিধা হচ্ছে এটা সহজে ভালো হতে চায় না। স্বাস্থ্য খাতে এক ডলার খরচ করা হলে ১০ ডলারের সুফল পাওয়া যাবে। এজন্য হেলথ ফাউন্ডেশন প্রয়োজন। দীর্ঘ মেয়াদী রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা করা দরকার।

অনুষ্ঠানে প্রোটেক্ট জার্নালিস্ট ফোরামের নির্বাহী পরিচালক সাংবাদিক **নিখিল ভদ্র** বলেন, 'তামাক দ্রব্যের সারচার্জ তামাক নিয়ন্ত্রণসহ জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে ব্যয় করতে পারি। আমরা চাই সবাই নিরাপদ থাকুক। এজন্য রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে জোরদার করতে হবে।

বাংলামেইলের সিনিয়র করেসপন্ডেন্ট **রতন চন্দ্র বালো** বলেন, প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দিয়েছেন- ২০৪০ সালের মধ্যে তামাক নিষিদ্ধ করা হবে। আমরাও চাই তা হোক। তামাকমুক্ত সমাজ গঠনই আমাদের প্রেরণা।

সাংবাদিক **শ্যামল কান্তি নাগ** বলেন, 'ধূমপানে ক্যানসারের সংখ্যা বাড়ে। এর প্রতিরোধ ব্যবস্থায় হেলথ ফাউন্ডেশন গঠন করা প্রয়োজন।'

সভাপতির বক্তব্যে বাংলামেইলের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক **আম্মাদুর রহমান আরমান** বলেন, সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেই আমরা এ ধরনের সেমিনারের আয়োজন করেছি। তামাক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সচেতনতা প্রয়োজন। তামাকের ওপর উচ্চহারে কর আরোপ করাও দরকার।

সেমিনারে গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপনকালে ডব্লিউবিবি ট্রাস্টের কর্মসূচি ব্যবস্থাপক **সৈয়দা অনন্যা রহমান** বলেন, 'আজ তামাক উন্নয়ন বোর্ড থেকে তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল হয়েছে। এটা অবশ্যই আমাদের জন্য ইতিবাচক।'

বিশ্ব ক্যান্সার দিবস উদযাপন

ক্যান্সারের প্রধান কারণ ধূমপান ও তামাক সেবন। তাই তামাক নিয়ন্ত্রণকে গুরুত্ব দিতে আইন অনুযায়ী সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রচলনের দাবীতে ৪ফেব্রুয়ারি বিশ্ব ক্যান্সার দিবস উদযাপন করেছে তামাক বিরোধী

সংগঠনগুলো। এবছর দিবসটির প্রতিপাদ্য আমি পারি, আমরাই পারি (We Can I Can). তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার বিশ্বে অকাল মৃত্যু, ক্যান্সারসহ অন্যান্য অসংক্রামক রোগ বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ। সংশোধিত তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী আগামী ১৯ মার্চ থেকে সচিত্র স্বাস্থ্য সর্তকবাণী ব্যতিত কোন তামাকজাত দ্রব্য বাজারজাত বা বিক্রয় নিষিদ্ধ। আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতায় তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে স্বাস্থ্য সর্তকবানী তামাকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে অত্যন্ত কার্যকর

৩ ফেব্রুয়ারি, দুপুর ২টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটভুক্ত সংগঠন ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট, প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠন, মানবিক, নাটাব, এনডিএফ, একলাব, এইড, অরুণোদয়ের তরুণ দল, স্বপ্নের সিঁড়ি, প্রদেশ, এলআরবি ফাউন্ডেশন'র এবং ক্যান্সার প্রতিরোধ ও গবেষনা কেন্দ্র'র সম্মিলিত উদ্যোগে একটি অবস্থান কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। কর্মসূচিতে বস্তি উন্নয়ন ও কর্ম সংস্থা'র নির্বাহী পরিচালকের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠন'র সাধারণ সম্পাদক হেলাল আহমেদ, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের প্রোগ্রাম ম্যানেজার সৈয়দা অনন্যা রহমান, মানবিকের তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা সুমন শেখ, এইড এর সহকারি প্রোগ্রাম সমন্বয়কারী কাজী হাসিবুল হক, অরুণোদয়ের তরুণ দল'র সভাপতি শহিদুল ইসলাম বাবু, প্রদেশ'র নির্বাহী পরিচালক অনাদী কুমার মন্ডল, এলআরবি ফাউন্ডেশন'র নির্বাহী পরিচালক সুলতানা রাজিয়া, পাশা'র নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ হুমায়ুন কবির, কাটনার পাড়া নারী উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক লতিফা ইয়াসমীন লাভলী প্রমুখ। কর্মসূচি সঞ্চালনা করেন ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট'র সহকারি নেটওয়ার্ক অফিসার শুভ কর্মকার।

আন্তর্জাতিক শিশু ক্যান্সার দিবস ২০১৬

বর্তমানে শিশুদের মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ ক্যান্সার। শিশুদের ক্যান্সার প্রতিরোধে পৃথিবীর ৯০টি দেশের ১৭৮টি জাতীয় সংগঠনের সম্মিলিত মঞ্চ 'চাইল্ডহুড ক্যান্সার ইন্টারন্যাশনাল' এর উদ্যোগে ২০০২ সালে প্রতিবছর ১৫ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক শিশু ক্যান্সার দিবস প্রবর্তিত হয়। শিশুদের ক্যান্সারের কারণ ও প্রতিরোধে করণীয় নির্ধারণ এবং আক্রান্ত শিশুদের নিরাপদ চিকিৎসা ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করতে এ দিবসটির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

শিশুদের ক্যান্সারজনিত মৃত্যু প্রতিরোধে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৫ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০ টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে হিমু পরিবহন, প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠন, গ্রীণ মাইন্ড সোসাইটি, গ্রামীন উন্নয়ন সংস্থা, অরুণোদয়ের তরুন দল, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট যৌথ উদ্যোগে "শিশু ক্যান্সার নিয়ন্ত্রণে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদার করা প্রয়োজন" শীর্ষক অবস্থান কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মসূচীতে বক্তব্য রাখেন প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠন-এর সাধারণ সম্পাদক হেলাল আহমেদ, গ্রীন মাইন্ড সোসাইটির সভাপতি আমির হাসান, হিমু পরিবহণ-এর সমন্বয়কারী আহসান হাবিব মুরাদ, একলাব-এর প্রকল্প সমন্বয়কারী আব্দুল কাদের, স্বপ্নের সিড়ি'র নির্বাহী পরিচালক উম্মে সালমা, আমরা ধূমপান নিবারণ করি (আধূনিক) এর নির্বাহী সচিব আব্দুল জব্বার, এল.আর.বি. ফাউন্ডেশন-এর নির্বাহী পরিচালক সুলতানা রাজিয়া, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট-এর কর্মসূচি ব্যবস্থাপক সৈয়দা অনন্যা রহমান ও জাতীয় যক্ষা নিরোধ সমিতি (নাটাব) কর্মসূচি ব্যবস্থাপক এ.কে.এম. খলিলুল্লাহ। এতে সঞ্চালনা করেন ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট-এর সহকারি প্রকল্প কর্মকর্তা আবু রায়হান।

নাট্য অভিনেতা তারিক আনাম সিগারেটের প্রচারণা ॥ বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের নিন্দা

তরুণদের ধূমপানের নেশায় ধাবিত করতে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন লঙ্ঘণ করে নাট্য অভিনেতা তারেক আনাম কর্তৃক সিগারেটের সক্রিয় প্রচারণায় আমরা উদ্বিগ্ন। বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদে অভিনেতা তারিক আনামকে বরিশাল ও পিরোজপুরের বিভিন্ন বাজারে একটি তামাক কোম্পানির হয়ে সিগারেটের প্রচারণা চালান। তারিক আনামের এ ধরনের কার্যক্রম ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ এর ধারা ৫ এর (খ) এর সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

সমপ্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে তামাকের ব্যবহার সর্ম্পূণভাবে নির্মূল করার আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। কিন্ত তামাক কোম্পানিগুলো সারাদেশে বিভিন্ন কৌশলে আইন লঙ্ঘন করে তরুণ প্রজন্মকে তামাকের নেশায় ধাবিত করে চলেছে। নাট্য অভিনেতা তারিক আনাম কর্তৃক সিগারেটের প্রচারণা এসকল কৌশলের অংশ।

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট রাষ্ট্রের আইন লঙ্ঘন করে তারিক আনামসহ তামাক কোম্পানিগুলোর এ ধরনের কার্যক্রমের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে। জোট মনে করে, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ভঙ্গকারী তারিক আনামসহ সংশিষ্টদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতায় আনা প্রয়োজন। একই সাথে জনপ্রিয় শিল্পীদের আইনবিরোধী কার্যক্রম থেকে বিরত থাকার জন্যও তামাক বিরোধী জোট আহ্বান জানায়।

ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর বাস্তবায়ন কার্যক্রম তদারকি করা হবে ॥ ঢাকা জেলা প্রশাসক তোফাজ্জল হোসেন মিয়া

তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবানী প্রদান বিশ্বব্যাপি তামাকের আগ্রসান রোধে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। উন্নত বিশ্বের অনেক দেশ ইতোমধ্যে তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবানী প্রদান করেছে। আগামী ১৯ মার্চ, ২০১৬ হতে সকল প্রকার তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী আসছে। সতর্কবাণী প্রদানের পর তার বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করবে ঢাকা জেলা প্রশাসন।

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের একটি প্রতিনিধি দল গত ২৮ ফেব্রুয়ারি সকালে ঢাকার জেলা প্রশাসক মো: তোফাজ্জল হোসেন মিয়ার সঙ্গে তাঁর দপ্তরে সাক্ষাতকালে এ ঘোষণা দেন ঢাকার জেলা প্রশাসক। প্রতিনিধি দল ঢাকা জেলা প্রশাসনের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো: মজিবর রহমান এবং ঢাকা জেলার সিভিল সার্জন ডা: মো: আব্দুল মালেক মৃধা'র সঙ্গে আলাদাভাবে সাক্ষাত করেন।

সাক্ষাৎকালে জেলা প্রশাসক **তোফাজ্জল হোসেন মিয়া** বলেন, জনস্বার্থে রাষ্ট্রের আইন বাস্তবায়নের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নির্দিষ্ট সময়ে ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর বিধান বাস্তবায়ন কার্যক্রম গতিশীলকরণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণের নেতৃত্বে ইতোমধ্যে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে মোবাইল কোর্ট পরিচালনাসহ সচেতনতামূলক কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং তা অব্যাহত থাকবে।

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের ভারপ্রাপ্ত সমন্বয়কারী হেলাল আহমেদ এর নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলে ছিলেন ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের প্রোগ্রাম ম্যানেজার সৈয়দা অনন্যা রহমান, প্রকল্প কর্মকর্তা শারমিন আক্তার, ফাহমিদা ইসলাম, নাটাব'র নেটওয়ার্ক অফিসার মো: মঈনউদ্দিন, মানবিক'র তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা, সুমন শেখ, টিসিআরসি'র সহকারী গবেষক মো: মহিউদ্দিন প্রমূখ।

তামাক নিয়ন্ত্রণ ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় এফসিটিসি'র আর্টিকেল ৫.৩ বাস্তবায়ন জরুরী

২০০৩ সালের বিশ্ব স্বাস্থ্য সম্মেলনে গৃহিত বিশ্বব্যাপী তামাক নিয়ন্ত্রণে আন্তর্জাতিক চুক্তি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)। বাংলাদেশ এ চুক্তির প্রথম স্বাক্ষরকারী দেশ। এফসিটিসির আর্টিকেল ৫.৩ অনুসারে "তামাক নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত জনস্বাস্থ্য নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে রাষ্ট্রসমূহ জাতীয় আইন অনুযায়ী তামাক কোম্পানির বাণিজ্যিক এবং অন্য কায়েমী স্বার্থ থেকে এই নীতিমালা রক্ষার দায়িত্ব পালন করবেন"। জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় ও তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম তামাক কোম্পানীর প্রভাবমুক্ত রাখতে বাংলাদেশে এর বাস্তবায়ন অত্যন্ত জরুরী বলে মনে করেন বিশিষ্টজনরা। গত ২৩ মার্চ, ২০১৬ সকাল ১১টায় ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট'র আয়োজনে সংগঠনের নিজস্ব কনফারেন্স রুম, রায়েরবাজার, ঢাকায় "তামাক নিয়ন্ত্রণে এফসিটিসি'র আর্টিকেল ৫.৩ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা" শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তারা এই অভিমত ব্যক্ত করেন।

বাংলাদেশ পুলিশের সাবেক আইজিপি ড: এনামুল হক এর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন আন্তর্জাতিক সংগঠন দ্যা ইউনিয়নের কারিগরি পরামর্শ সৈয়দ মাহবুবুল আলম, নারীপক্ষের সহ-সমন্বয়কারী সামিয়া আফরীন, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট'র প্রশাসনিক পরিচালক গাউস পিয়ারী, বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক ছট্কু আহমেদ, প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠনের সেক্রেটারি জেনারেল হেলাল আহমেদ, তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা সাগুফতা সুলতানা প্রমূখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট'র প্রোগ্রাম ম্যানেজার সৈয়দা অন্যনা রহমান এবং মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রকল্প কর্মকর্তা ফাহমিদা ইসলাম।

মূল প্রবন্ধে **ফাহমিদা ইসলাম** বলেন, এফসিটিসি এর মূল লক্ষ্য তামাকের কারণে উদ্ভুত মারাত্মক স্বাস্থ্যগত, সামাজিক, পরিবেশগত ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় কমানো। সেইসাথে বিশ্বব্যাপী সব ধরনের তামাকের ব্যবহার সীমিত ও নীতি প্রনয়ণের মাধ্যমে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষা করা। তামাক কোম্পানীগুলো মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে নীতিসমুহ প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে থাকে। এফসিটিসি স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমুহকে এর নির্দেশনা অনুসারে তামাক কোম্পানী ও তাদের সাথে সম্পৃক্তদের সাথে আলোচনার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার কথা আর্টিক্যাল ৫.৩ তে উল্লেখ করা হয়েছে। তামাক কোম্পানীগুলোর প্রতারণামূলক কার্যক্রম বন্ধে এই চুক্তি অত্যন্ত কার্যকর।

ড: এনামুল হক বলেন, জনস্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর তামাকজাত পণ্যর প্রসারে বাংলাদেশে কোম্পানীগুলো সামাজিক দায়বদ্ধতা ও পৃষ্ঠপোষকতা আড়ালে নানাধরনের কর্মসূচী চালিয়ে যাচ্ছে এবং প্রশাসনের সহায়তা নিয়ে এগুলো বাস্তবায়ন করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। এসকল কোম্পানীগুলোকে সহযোগিতা প্রদাণ থেকে বিরত থাকতে হবে। বাংলাদেশে সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচীর ক্ষেত্রে নাম, সাইন, ট্রেডমার্ক, প্রতিক এগুলোর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন।

সৈয়দ মাহবুবুল আলম বলেন, বিশ্বের কিছু দেশ এফসিটিসি ৫.৩ স্বাক্ষর করার পাশাপাশি এর বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ফিলিপাইনে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি আর্টিকেল ৫.৩ কমিটি করা হয়েছে। থাইল্যান্ড বহুজাতিক তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপের কৌশল চিহ্নিতকরণ এবং তা প্রতিহত করছে। বাংলাদেশে তামাক নিয়ন্ত্রণে সরকার উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও বহুজাতিক তামাক কোম্পানীগুলোর প্রতারণামূলক কার্যক্রমের ফলে আমরা তামাক নিয়ন্ত্রণে অন্যান্য রাষ্ট্রের তুলনায় পিছিয়ে পড়ছি। দেশের সার্বিক উন্নয়ন তরান্বিত করতে হলে তামাক নিয়ন্ত্রণে সরকারকে আরো কঠোর হতে হবে।

চলচ্চিত্র পরিচালক **ছট্কু আহমেদ** বলেন, বাংলাদেশে নাটক/সিনেমায় ধূমপানের দৃশ্য তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারেও নিষিদ্ধ। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই এটি মানা হচ্ছে না। বহুজাতিক তামাক কোম্পানীগুলোর প্রভাবমুক্ত রাখতে এবং এ ধরনের দৃশ্য কমাতে এবং শিল্পী ও কলা-কুশলীদেরকে এগিয়ে আসতে হবে।

সামিয়া আফরিন বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণ আন্তর্জাতিক এই চুক্তিতে স্বাক্ষর ও অনুস্বাক্ষরকারী রাস্ট্র হিসেবে এফসিটিসি আর্টিকেল ৫.৩ ও অন্যান্য আর্টিকেলসমূহ প্রতিপালন করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের দায়িত্ব রয়েছে। এদেশে আন্তার্জাতিক এই চুক্তিটি বাস্তবায়ন করতে হলে তামাক কোম্পানি কর্তৃক আয়োজিত "সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচি" প্রমানের অপকৌশল ও অপচেষ্টাকে প্রতিহত ও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এক্ষেত্রে জনসচেতনতা ও তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের সাথে জনসম্পৃক্ততা বাড়ানোর বিকল্প নেই।

অনুষ্ঠানে নাটাব, প্রজ্ঞা, এইড ফাউন্ডেশন, ইসি বাংলাদেশ, ইপসা, একলাব, মানবিক, টিসিআরসি, অরুণোদয়ের তরূণ দল, বউকস, সাতক্ষীরা মানব কল্যাণ সংস্থা, ও সারাদেশে তামাক নিয়ন্ত্রণে কার্যরত বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সদস্য সংগঠনসমূহের প্রতিনিধিগণ অংশ নেন।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে খিলগাঁও এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান
ছবিসহ সতর্কবাণী না দেয়ায় তামাকজাত দ্রব্য ধ্বংশ

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী ১৯ মার্চ, ২০১৬ থেকে সকল প্রকার তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী মুদ্রণের নির্দেশনা থাকলেও অধিকাংশ তামাক কোম্পানী রাষ্ট্রের এই গুরুত্বপূর্ণ আইন অমান্য করে তামাকজাত দ্রব্য বাজারজাত করে আসছে। আইন বাস্তবায়ন ও জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ৩১ মার্চ, ২০১৬ বেলা ১২টায় ঢাকা জেলা প্রশাসনের বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তানিয়া সুলতানার

নেতৃত্বে ভ্রাম্যমান আদালত ঢাকার খিলগাঁও এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৯টি দোকানের মালিককে সিগারেট, জর্দ্দা, গুল বিক্রয়ের দায়ে সতর্ক করে এবং স্বাস্থ্য সতর্কবানী ছাড়া মজুদকৃত তামাকজাত দ্রব্য ধ্বংস করা হয়।

ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার সময় উপস্থিত ছিলেন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সহকারী উপ-পরিচালক মো: আখতার হোসেন, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বাজার সুপার ভাইজার মোঃ জসীম উদ্দিন, ঢাকা সিভিল সার্জন অফিসের জুনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মকর্তা মোহসীন মিয়া। বেসরকারী সংগঠনের পক্ষে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট'র ভারপ্রাপ্ত সমন্বয়কারী হেলাল আহমেদ, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট'র প্রোগ্রাম ম্যানেজার সৈয়দা অনন্যা রহমান, মানবিকের তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা সুমন শেখ, টিসিআরসি'র সহকারী গবেষক ফারহানা জামান লিজা প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন।

তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়কারী ও সাধারণ জনগণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞ **ম্যাজিস্ট্রেট তানিয়া সুলতানা** বলেন, জনস্বার্থে সরকার তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন পাস করেছে। আইনের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন বা আইন লঙ্ঘণ করা দন্ডনীয় অপরাধ। অবৈধভাবে বাজারজাত করা তামাকজাত দ্রব্য বাজারে পাওয়া গেলে তা ধ্বংশ করা হবে। আইন মেনে চলা প্রত্যেক নাগরিক এর দায়িত। আইন লঙ্ঘণকারীদের সতর্ক করা হলো। ভবিষ্যতে কেউ এই আইন পূণরায় লঙ্ঘণ করলে তার বিরুদ্ধে কঠোর সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান চলাকালীন সময়ে অত্র এলাকায় জনগণের মাঝে ব্যাপক সাড়া পড়ে এবং সাধারণ মানুষ ভ্রাম্যমান আদালতকে সহযোগিতা করে ও স্বতস্ফুর্তভাবে সমর্থন জানায়। বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট আইন বাস্তবায়নে এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করায় সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানান।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে বিভিন্ন জেলায় জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ভ্রাম্যমান আদালত একটি চলমান কার্যক্রম। সাম্প্রতিক সময়ে পরিচালিত কয়েকটি ভ্রাম্যমান আদালতের সংবাদ এখানে তুলে ধরা হয়েছে। গ্রন্থণা করেছেন **আবু রায়হান**।

কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জঃ সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ উপজেলা প্রশাসন গত ২৯

কর্মকর্তা ইশরাত ফারজানা'র নের্তৃত্বে পরিচালিত আদালত বিক্রয় স্থলে তামাকজাত দ্রব্যের অবৈধ বিজ্ঞাপন প্রচারের দায়ে৭ জন দোকানদারকে ১২০০/- জরিমানা করে। এ সময় আইন সম্পর্কে সচেতনতা মূলক লিফলেট বিতরণ করে তামাক নিয়ন্ত্রণে কার্যরত স্থানীয় সংগঠন ডিডিপি।

সাতক্ষীরা: ৮ মার্চ, ২০১৬ উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট

মানোয়ার হোসেন মোল্লা ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার ৭নং রায়গ্রাম ইউনিয়নের দেবরাজ পুরগ্রামে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করে। এ সময় নকল ব্যান্ডরোল রাখার দায়ে বিড়ি কোম্পানির অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ৫০০০০/- (পঁঞ্চাশহাজার) টাকা অর্থদন্ড প্রদান করেন। এসময় প্রায় এক কোটি টাকার সমমূল্যের নকল রাজস্ব ব্যান্ড রোল জব্দ করে ধ্বংস করা হয়।

চাঁপাইনবাবগঞ্জঃ চাঁপাই নবাবগঞ্জ সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা মির্জা

শাকিলা দিল হাছিনের নেতৃত্বে গত ২৭ মার্চ ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালিত হয়। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অমান্য করায় ভ্রাম্যমান আদালত ধীরেন জর্দ্দা ফ্যাক্টরীকে ৩০.০০০ হাজার টাকা জরিমানা ও আদায়করে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন মহিলা কর্ম সহায়ক সংস্থার পরিচালক মাবিয়া বেগম, বিসিডিপি সংস্থার নির্বাহী পরিচালক আলতাব হোসেন, সিভিল সার্জন কার্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত জেলা স্বাস্থ্য শিক্ষা অফিসার মোসা: সামসুন্নাহার।

কুষ্টিয়া: কুষ্টিয়ায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন লঙ্ঘণ করায় ৯ জনের নিকট হতে ১ হাজার ৯ শত টাকা জরিমানা আদায় করেছে ভ্রাম্যমান আদালর্ত। ২৮ মার্চ,

২০১৬ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মো: হাফজি-আল-আসাদ এর নেতৃত্বে এ আদালত পরিচালিত হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন সাফ'র নির্বাহী পরিচালক আব্দুর রাজ্জাক, নিকুশিমাজ'র পরিচালক সালমা সুলতানা প্রমূখ।

কিশোরগঞ্জঃ তামাক প্রতিষ্ঠানের দেওয়া শোকেসে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের দায়ে কিশোরগঞ্জে ২৪ জন দোকান মালিককে জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। র‍্যাব-১৪ কিশোরগঞ্জ ক্যাম্পের সহযোগিতায় ০৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ দুপুরে জেলা শহরের গাইটাল বাসস্ট্যান্ড, স্টেডিয়াম রোড, কালীবাড়ি রোড ও স্টেশন রোডে অবস্থিত বিভিন্ন দোকানে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান চালানো হয়। এ সময় অভিযুক্ত দোকান মালিকদের কাছ থেকে ৩২ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করাহয়। অভিযান চলাকালে জব্দ করা বিজ্ঞাপন হিসেবে ব্যবহৃত সিগারেটের প্যাকেট ও অন্যান্য সামগ্রী পুড়িয়ে ফেলা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট **তরফদার মো. আক্তার জামিল** বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, আইন অমান্য করে তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট ও বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের অভিযোগে অভিযান পরিচালনা করা হয়। ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) সংশোধন আইন- ২০১৩ এর ৫ (ছ) ধারায় যেকোনো উপায়ে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

"তামাক নিয়ন্ত্রণ ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা" বিষয়ক কর্মশালা *শেষ পৃষ্ঠার পর*

হাবিবুর রহমান বলেন, তামাক শুধু মানুষের মৃত্যুর জন্য দায়ী নয়, নানাবিধ সামাজিক সমস্যাও সৃষ্টি করে। তাই তামাকের ব্যবহার কমাতে বেসরকারি সংগঠনসহ সর্বস্তরের মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ জরুরি।

হেলাল আহমেদ বলেন, তামাক সেবনের কারণে ক্যান্সার, হৃদরোগ, স্ট্রোকসহ নানাবিধ প্রাণঘাতী রোগের সৃষ্টি হয়। তামাকের বহুমাত্রিক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে আরও বেগবান করতে হবে। **ডা. কামরুন নাহার চৌধুরী** বলেন, দেশে অসংক্রামক রোগে মৃত্যুহার ক্রমশ বাড়ছে। এই ক্রমবর্ধমান মৃত্যু কমিয়ে আনতে সমন্বিত পদক্ষেপ জরুরি এবং সমন্বিত পদক্ষেপ নিশ্চিত করতে হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন গঠন অপরিহার্য।

সাইফুদ্দিন আহমেদ বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, তামাক কোম্পানির প্রতারণামূলক কার্যক্রম বন্ধ করতে বেসরকারি সংস্থাগুলো সারাদেশে একযোগে কাজ করছে।

সমাপনী অধিবেশনে হেলথব্রিজ এর আঞ্চলিক পরিচালক **দেবরা ইফরমসন** বলেন, কোমল পানীয়, মোড়কজাত কেমিকেল জুস, এনার্জি ড্রিংক্স, জাঙ্কফুড (চিপস ও ফ্রোজেন খাবার ইত্যাদি) ফাস্টফুড, পরিবেশ দূষণকারী পাস্টিকের বোতলজাত পানির ব্যবহার তামাকের মতই ক্ষতিকর। এসব ক্ষতিকর দ্রব্য ও অস্বাস্থ্যকর খাবারের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন জোরালো করা দরকার।

আমিনুল ইসলাম সুজন বলেন, ধূর্ত তামাক কোম্পানিগুলো সারাদেশে আইন লঙ্ঘণ করছে, তাদের শাস্তির আওতায় আনতে সরকারকে কঠোর হতে হবে।

দিনব্যাপী কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক আন্তর্জাতিক সংস্থা হেলথ ব্রিজ এর আঞ্চলিক পরিচালক দেবরা ইফরমসন এর সঙ্গে অংশগ্রহণকারী ও বিভিন্ন সেশনে প্রবন্ধ উপস্থাপকদের একাংশ। ছবিটি তুলেছেন আমিনুল ইসলাম রিপন।

দিনব্যাপী কর্মশালা শেষে সকল অংশগ্রহণকারীদের হাতে সার্টিফিকেট তুলে দেন হেলথব্রিজ এর আঞ্চলিক পরিচালক দেবরা ইফরমসন।

রোগ প্রতিরোধ ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা জরুরী

সৈয়দা অনন্যা রহমান
প্রোগ্রাম ম্যানেজার, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট

সারাবিশ্বে প্রতিবছর ৩৬ মিলিয়ন মানুষ অসংক্রামক রোগের কারণে মারা যাচ্ছে। যার ২৯ মিলিয়নই মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে। বাংলাদেশে শতকরা ৬০% মৃত্যুর কারন অসংক্রামক রোগ। অস্বাস্থ্যকর খাদ্য গ্রহণ, পর্যাপ্ত শারীরিক পরিশ্রম বা শরীর চর্চ্চার অভাব, অনিয়ন্ত্রিত এলকোহল ও তামাক সেবন এবং পরিবেশ দূষণ অসংক্রামক রোগ সৃষ্টির অন্যতম কারণ। স্বাস্থ্য সুরক্ষায় অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ এবং রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার প্রতি গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। সুস্থ থাকার জন্য প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে গুরুত্ব দিয়ে অবশ্যই সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। এজন্য প্রয়োজন অব্যহত আর্থিক যোগান।

বাংলাদেশ সরকার শিশু ও মাতৃ মৃত্যু হ্রাস, যক্ষাসহ অন্যান্য সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণে আর্ন্তজাতিকভাবে প্রশংসা অর্জন করেছে। জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০৫ সংশোধন এবং এর বিধিমালা প্রনয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পদক্ষেপ। জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে সরকারের গৃহিত এ ধরনের উদ্যোগ অত্যান্ত প্রসংশনীয়। কিন্ত বিগত কয়েক বছরে ডায়বেটিস, হৃদরোগ, স্ট্রোক এবং ক্যান্সারসহ মারাত্বক সব অসংক্রামক রোগ আশংকাজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১০ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক জাতীয়ভাবে পরিচালিত এক গবেষনায় দেখা গেছে, বাংলাদেশে ৯৮.৭% ব্যক্তির মধ্যে অন্তত একটি, ৭৪.৪% ব্যক্তির মধ্যে অনন্ত দুটি এবং ২৩.৩% ব্যক্তির মধ্যে তিনটি অসংক্রামক রোগের ঝুঁকি রয়েছে। দীর্ঘ মেয়াদী ও ব্যয়বহুল এসকল অসংক্রামক রোগের চিকিৎসার পেছনে ব্যয় করতে হচ্ছে বিপুল পরিমান অর্থ। আইসিডিডিআরবি পরিচালিত এক গবেষনায় দেখা বাংলাদেশে প্রতিবছর ৬.৪ মিলিয়ন বা ৪ শতাংশ মানুষ চিকিৎসা করাতে গিয়ে দরিদ্র হয়ে যাচ্ছে।

এ ভয়াবহ অবস্থা থেকে উত্তোরণে চিকিৎসাকেন্দ্রিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা থেকে ধীরে ধীরে সরে এসে রোগ প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। অসংক্রামক রোগের প্রধান চারটি কারণ হচ্ছে অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভাস, তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার, পর্যাপ্ত শারিরীর ব্যায়াম বা পরিশ্রম না করা এবং এলকোহলের ব্যবহার। শতকরা ৮০% অপরিণত হৃদরোগ, ষ্ট্রোক ও ডায়বেটিস এবং ৪০% ক্যান্সার প্রতিরোধযোগ্য। সুতরাং চিকিৎসা কেন্দ্রিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার চেয়ে রোগ প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রতি গুরুত্ব প্রদাণ জরুরী।

জনস্বাস্থ্য রক্ষায় জাতীয় সংসদ ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে আমদানীকৃত এবং উৎপাদিত সকল তামাকজাত দ্রব্যের উপর ১% স্বাস্থ্য উন্নয়ন কর আরোপ করেছে। যার পরিমান কয়েকশত কোটি টাকা। অর্থ বিল অনুসারে এ অর্থ স্বাস্থ্য উন্নয়নে ব্যয়ের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে স্বাস্থ্য একটি ব্যাপক বিষয়। শুধুমাত্র স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের একার পক্ষে জনগনের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা সম্ভবও নয়। এ জন্য সমন্বিত উদ্যোগ এবং সংশ্লিষ্ট সেক্টরগুলোকে নিয়ে প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদার করা প্রয়োজন।

দেশে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বেগবান করণে অর্থের প্রয়োজন, কিন্তু তামাকজাত দ্রব্য থেকে আদায়কৃত সারচার্জের সম্পূর্ণ অর্থ শুধুমাত্র তামাক নিয়ন্ত্রণ বা চিকিৎসাকেন্দ্রিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় ব্যয় না করে জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে ব্যয় করার সুযোগ রয়েছে। তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিদিষ্টভাবে কিছু টাকা রেখে বাকী অর্থ দিয়ে জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে জোরদার করতে হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করা এখন সময়ের দাবী।

বিশ্বের অনেক দেশ তামাকজাত দ্রব্যের উপর করারোপের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধে হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেছে। বিভিন্ন দেশে প্রতিষ্ঠিত হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশনের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা আমাদের দেশের জন্য সহায়ক ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করতে পারি। প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে প্রাধান্য দিয়ে দেশের জনগণকে সুস্থ রাখতে যথাযথ পরিবেশ গড়ে তুলতে সহায়ক নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে উদ্যোগ নিতে সারচার্জের অর্থ দিয়েই শুরু হতে পারে হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন।

আলোকচিত্রে তামাক নিয়ন্ত্রণ ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা সম্মেলন

গত ৪জানুয়ারি ফার্মগেটস্থ বাংলাদেশ কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো তামাক নিয়ন্ত্রণ ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ক সম্মেলন। এতে উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠান ছাড়াও একটি প্লেনারি সেশন, ৪টি বিষয়ে আলাদা ৮টি সেশন অন্তর্ভূক্ত ছিল। দিনব্যাপী এ সম্মেলনে সারাদেশ থেকে প্রায় দু'শতাধিত সংস্থার প্রতিনিধি অংশ নেন। সম্মেলনের বিভিন্ন সেশনের চিত্র এখানে তুলে ধরা হলো:

তামাক নিয়ন্ত্রণসহ জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে টেকসই অর্থায়ন বিষয়ক সেশন

(ছবি ১: বাম থেকে) আন্তর্জাতিক সংস্থা হেলথব্রিজ এর আঞ্চলিক পরিচালক দেবরা ইফরমসন (প্রবন্ধ উপস্থাপক), কৃষি তথ্য সার্ভিস এর প্রাক্তণ পরিচালক ড. নজরুল ইসলাম, পাবলিক হেলথ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর সভাপতি অধ্যাপক ডা. মোজাহেরুল হক (সেশন সভাপতি) এবং ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির (ডিআইইউ) এর ট্রাস্টি বোর্ড এর ভাইস চেয়ারম্যান ও টোব্যাকো কন্ট্রোল রিসার্চ সেল এর প্রেসিডেন্ট ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী। (ছবি ২: বাম থেকে), স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ন্যাশনাল ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট সেন্টার এন্ড কন্ট্রোল রুম এর কর্মকর্তা ডা. মফিজুল ইসলাম বুলবুল, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব হেল্‌থ সায়েন্সেস এর স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য শিক্ষা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডা. খুরশীদা খানম, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন এন্ড হসপিটালের এপিডেমিলজি বিভাগের অধ্যাপক ও ইউনাইটেড ফোরাম এগেইনেস্ট টোব্যাকো (উফাত) এর সাংগঠনি সম্পাদক অধ্যাপক ডা. সোহেল রেজা চৌধুরী (সেশন সভাপতি) বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের মুখপত্র সমস্বর নির্বাহী সম্পাদক আমিনুল ইসলাম সুজন (প্রবন্ধ উপস্থাপক)।

স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস বিষয়ক সেশন

(ছবি ১: বাম থেকে) এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন এর সহযোগী অধ্যাপক ও বিজ্ঞান ও গণিত বিভাগের চেয়ার ড. এ কে এম মনিরুজ্জামান মোল্লা, পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন (পবা) এর যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও স্বাস্থ্য বিভাগের সদস্য সচিব ডা. লেলিন চৌধুরী (সেশন সভাপতি), আয়ুর্বেদ ও ন্যাচোরোপ্যাথি এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (আয়ুনস) এর মহাসচিব সমির কুমার সাহা এবং ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট এর সহযোগী প্রকল্প কর্মকর্তা নাঈমা আক্তার (প্রবন্ধ উপস্থাপক)। (ছবি ২: বাম থেকে), ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের পরিবহন পুলের কর্মকর্তা (উপ-সচিব) মাহবুবুর রহমান, উন্নয়নে বিকল্প নীতি গবেষণা (উবিনীগ) এর নির্বাহী পরিচালক ফরিদা আখতার, বারডেম এর ল্যাবরেটরি বিভাগের পরিচালক ও জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. শুভাগত চৌধুরী (সেশন সভাপতি), ব্র্যাক এর যক্ষা, পানি-স্যানিটেশন ও পরিচ্ছন্নতা (ওয়াশ) কর্মসূচির পরিচালক ড. আকরামুল ইসলাম, জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের ক্যান্সার এপিডেমিলোজি বিভাগের প্রধান ও সহযোগী অধ্যাপক ডা. হাবিবুল্লাহ তালুকদার রাসকিন ও ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট এর সহযোগী প্রকল্প কর্মকর্তা তানজিলা হক জয়িতা (প্রবন্ধ উপস্থাপক)।

স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বিষয়ক সেশন।

(ছবি ১: বাম থেকে) এইড ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক আমিনুল ইসলাম বকুল, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বিআইপি) এর সাধারণ সম্পাদক ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগের অধ্যাপক ড. আকতার মাহমুদ (সেশন সভাপতি), রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) এর পরিকল্পনাবিদ আশরাফ আলী আকন্দ, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল (এনটিসিসি) এর কর্মসূচি কর্মকর্তা ডা. মাহবুবুস সোবহান ও ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট এর প্রকল্প কর্মকর্তা আতিকুর রহমান (প্রবন্ধ উপস্থাপক)। (ছবি ২: বাম থেকে), ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট এর প্রকল্প কর্মকর্তা আতিকুর রহমান (প্রবন্ধ উপস্থাপক), বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বিআইপি) এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও নগর পরিকল্পনাবিদ কে এম আনসার হোসেন, ওয়ার্ল্ড লাং ফাউন্ডেশন (বর্তমান নাম ভাইরাল স্ট্রাটেজিস) এর কারিগরি উপদেষ্টা শফিকুল ইসলাম (সেশন সভাপতি)ঝঝ, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর উপ-মহাপরিচালক মিজানুর রহমান ও সংগঠক সাগুফতা সুলতানা।

আলোকচিত্রে তামাক নিয়ন্ত্রণ ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা সম্মেলন

সমন্বিত উন্নয়ন বিষয়ক সেশন

(ছবি ১: বাম থেকে) ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট এর সহকারী প্রকল্প কর্মকর্তা তালুকদার রিফাত পাশা ও বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের মুখপত্র সমস্বর নির্বাহী সম্পাদক আমিনুল ইসলাম সুজন (প্রবন্ধ উপস্থাপক), পরিবেশ অধিদপ্তরের সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক ও পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন (পবা) এর সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী এম আবদুস সোবহান (সেশন সভাপতি) কনসার্নড উইমেন ফর ফ্যামিলি ডেভেলপমেন্ট এর পলিসি এন্ড এডভোকেসি অফিসার ইফতেখার মাহমুদ এবং দৈনিক কালের কণ্ঠের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক ও প্রটেক্ট টু জার্নালিস্ট এর নির্বাহী পরিচালক নিখিল ভদ্র। (ছবি ২: বাম থেকে), ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট এর সহকারী প্রকল্প কর্মকর্তা শামীম জাহান (প্রবন্ধ উপস্থাপক), বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট এর এডভোকেট মোশারফ হোসেন মজুমদার, আন্তর্জাতিক সংস্থা হেলথ ব্রিজ এর আঞ্চলিক পরিচালক দেবরা ইফরমসন, ইয়ং পাওয়ার ইন সোস্যাল একশান (ইপসা) এর প্রধান নির্বাহী মো. আরিফুর রহমান, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগের অধ্যাপক ও বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স এর সভাপতি ড. এ কে এম আবুল কালাম (সেশন সভাপতি) ও নারীপক্ষের সহ-সমন্বয়কারী (স্বাস্থ্য প্রকল্প) সামিয়া আফরিন।

“তামাক নিয়ন্ত্রণ ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা” বিষয়ক কর্মশালা

তামাকের মত ক্ষতিকর অন্যান্য উপাদান, যেমন কোমল পানীয়, ফাস্ট ফুড, জাঙ্ক ফুড নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। জনস্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে–এমন যে কোন বাণিজ্যিক পদক্ষেপ ও ক্ষতিকর খাবারের বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনে মানুষকে উৎসাহী করতে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও পরিবেশগত সহযোগিতা গড়ে তোলা অত্যাবশ্যক। ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডাবিউবিবি) ট্রাস্টসহ আরও ১২টি সংগঠনের সম্মিলিত উদ্যোগে গত ৩ জানুয়ারী ডাবিউবিবি ট্রাস্ট এর কৈবর্ত সভা কক্ষে দিনব্যাপী কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তারা এসব অভিমত ব্যক্ত করেন।

ডাবিউবিবি ট্রাস্ট এর নির্বাহী পরিচালক সাইফুদ্দিন আহমেদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জাতীয় বাতজ্বর ও হৃদরোগ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক ডা. সালমা জেরিন ও সহকারি অধ্যাপক ডা. কামরুন নাহার চৌধুরী, পিপল্‌স ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ এর প্রক্টর হাবিবুর রহমান, প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হেলাল আহমেদ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের মূখপত্র ‘সমস্বর’ এর নির্বাহী সম্পাদক আমিনুল ইসলাম সুজন। কর্মশালায় সারাদেশের বেসরকারি সংগঠনের ১২০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

অধ্যাপক ডা. সালমা জেরিন বলেন, জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে রোগ প্রতিরোধকে গুরুত্ব দিতে হবে। রোগ প্রতিরোধকে গুরুত্ব দিতে গেলে কোমল পানীয়, ফাস্টফুড, জাংক ফুড এর মত অস্বাস্থ্যকর খাবার ও তামাক সেবনের প্রবণতা কমিয়ে আনতে হবে।

বাকী অংশ ১৪ পৃষ্ঠায়

তামাক নিয়ন্ত্রণে দ্বৈতনীতি পরিহার করতে হবে

-সাবের হোসেন চৌধুরী

ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়নের (আইপিইউ) প্রেসিডেন্ট সাবের হোসেন চৌধুরী বলেছেন. তামাক নিয়ন্ত্রণে দ্বৈত নীতি পরিহার করতে হবে। সরকারের পক্ষ থেকে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়নসহ নানা পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। আবার তামাক শিল্পে সরকারের বিনিয়োগ রয়েছে। এ দুটি একসাথে চলতে পারে না।

গত ৩০ জানুয়ারি, ২০১৬ রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন। সাবের হোসেন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকোফ্রি কিডসের (সিটিএফকে) প্রেসিডেন্ট ম্যাটমায়ার্স, কানাডিয়ান ক্যান্সার সোসাইটির সিনিয়র পলিসি এ্যানালিস্ট রব কানিং হাম, আমেরিকান ক্যান্সার সোসাইটির পরিচালক ড. নিগার নার্গিস এবং সিটিএফকের দক্ষিণ এশিয়া প্রোগ্রামের পরিচালক বন্দনা শাহ।

Book Post

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সমন্বয়কারী **সাইফুদ্দিন আহমেদ** কর্তৃক ‘বাড়ি নং ১৪/৩/এ, জাফরাবাদ, রায়ের বাজার, ঢাকা ১২০৭’ থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত

ফোন: ৮৮-০২-৯১১২৪৪৬, ০৪৪৭৫৬২৯২৭৩, ০১৫৫২-৪৯৩৫১৮, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৮৬২৯২৭১, ই-মেইল: info@bata.net.bd ওয়েব: www.bata.net.bd